কাতারের স্টেডিয়াম জুড়ে ফিলিস্তিনের পতাকা

সারে-জমিন

পুলিশ ক্যাম্প ফাঁড়িতে রূপান্তরিত হল রসখোয়ায়

রূপসী বাংলা

জেলেনস্কিকে সহায়তা দিয়ে ফাঁদে পড়েছেন বাইডেন

সম্পাদকীয়

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রতীক কেফিয়াহ

রবি-আসর

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩
৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
২ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

টেস্টে শামি এবং ওয়ানডেতে চাহারকে পাচ্ছে না ভারত

খেলতে খেলতে

Vol.: 18 ■ Issue: 339 ■ Daily APONZONE ■ 17 December 2023 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মমতার সঙ্গে অভিষেকও আজ যাচ্ছেন দিল্লিতে

আপনজন ডেস্ক: আজ দিল্লি যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে তিনি শুধু বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে যোগ দেবেন না, বাংলার বকেয়া আদায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকও করবেন। তবে, মমতার সঙ্গেগ এবার দিল্লি যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। রবিবার বেলা সাড়ে ৩টেয় দিল্লির উদ্দেশ্যে তার বিমান ধরার কথা। বাংলার দাবি আদায়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৯ ডিসেম্বর জোট ইন্ডিয়ার স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক রয়েছে। ১৪ জনের এই কমিটিতে আছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সেই বৈঠকে মঙ্গলবার যোগ দেবেন তিনি। এরপর ২০ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠক প্রসঙ্গে আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, এই বৈঠকে কয়েকজন সাংসদও থাকতে পারেন। এদিন তৃণমূল সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উপস্থিত থাকছেন অভিষেক। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের দাবি আদায়ের তৃণমূলের আন্দোলনে প্রধান মুখ ছিলেন অভিষেকই।

সংসদের ঘটনার মূলে বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সংসদে নিরাপত্তার অভাবকে একটি গুরুতর সমস্যা বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, এই ঘটনাটি যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব এবং মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।
রাহুল বলেন, সংসদে নিরাপত্তার অভাব বেকারত্ব এবং মূল্যবৃদ্ধির কারণে। চাকরি কোথায়? তরুণরা হতাশ। এ বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে এবং তরুণদের চাকরি দিতে হবে। নিশ্চয়ই নিরাপত্তার অভাব আছে, কিন্তু এর পেছনের কারণ হল দেশের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে চাপের সমস্যা হল বেকারত্ব। আর সংসদের নিরাপত্তায় যে ঘটনা ঘটেছে তার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ বেকারত্ব ও মূল্যস্ফীতি।
রাহুল অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীতির কারণে যুবকরা চাকরি পাচ্ছে না। সংসদের নিরাপত্তার অভাব একটি গুরুতর বিষয়, সরকারকে সেদিকে নজর দিতে হবে। তার আরও অভিযোগ, সংসদে বারবার দাবি উঠছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এখানে এসে ব্যাখ্যা দিতে হবে সংসদের হামলা কেন এবং কীভাবে এমন হল। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে আসতে চান না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টিভি অনুষ্ঠানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার সময় থাকলেও সংসদে আসতে তার পাঁচ মিনিটও নেই। অথচ, সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘন একটি গুরুতর বিষয় এবং সরকারের এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত।
উল্লেখ্য, গত বুধবার, সংসদে ২০০১ সালের সন্ত্রাসী হামলার বার্ষিকীতে, একটি বড় নিরাপত্তার গল সামনে আসে নতুন সংসদ ভবনে। সেখানে যখন লোকসভার কার্যক্রম চলাকালীন শ্রোতা গ্যালারি থেকে দু'জন লোক হাউসে প্রবেশ করেছিল এবং ক্যান ছুড়ে হলুদ রঙের ধোঁয়া নির্গত করে ও স্লোগান দিতে থাকে। এরপরই দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে আটকাতে দুজন সাংসদকে বিশেষ ভূমিকা নিতে দেখা যায়। সেই দুই সাংসদ হলেন নাম সাগর শর্মা এবং মনোরঞ্জন ডি। অপরদিকে সংসদ ভবনের বাইরে গ্রেপ্তার হওয়া দুই ব্যক্তি হলেন হরিয়ানার জৈন্দ জেলার ঘাসু খুর্দ গ্রামের বাসিন্দা নীলমএবং মহারাষ্ট্রের লাতুরের বাসিন্দা অমুল শিন্ডে। পরে অবশ্য আরও ছজনকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়।

ধর্ম নয়, অর্থনৈতিক ভিত্তিতে মুসলিমদের সংরক্ষণ দেওয়া উচিত: আরশাদ মাদানি

আপনজন ডেস্ক: দেশের বর্তমান রাজনীতি মুসলমানদের ঘিরেই আবর্তিত বলে মনে হচ্ছে। দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার রাজনীতি বাড়ছে, যার কারণে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল বিদ্বেষের রাজনীতির আশ্রয় নিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করছে। যদিও মুসলমানদের ধর্মীয় নেতারা বলছেন এটি মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক। এ ব্যাপারে দেশের সংখ্যালঘুদের অন্যতম শীর্ষ সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানি বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা কী, সংবাদমাধ্যমের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন,
মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বিদ্বেষের রাজনীতি তৈরি হওয়া। এর ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলমানদেরকে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।
আরশাদ মাদানি প্রশ্ন তোলেন, কত শতাংশ মুসলমান সরকারি চাকরিতে আছেন? কত শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা সরকারি চাকরি পেয়েছে? এমন নয় যে একজন মুসলমান সক্ষম নয়, কারণ সে সক্ষম না হলে কেন সে প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি পাবে। আসলে মুসলমানদের সরকারি চাকরিতে রাখা হয় না, তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে এসব চাকরি থেকে দূরে রাখা হয়। আরশাদ মাদানি এ প্রসঙ্গে বর্ণভিত্তিক আদমশুমারির সমর্থন জানান। তিনি বলেন, মুসলমানদের ধর্ম বা বর্ণের ভিত্তিতে নয়, অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা উচিত। মাওলানা আরশাদ মাদানি বলেন, আমরা মুসলিমদের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সংরক্ষণের পক্ষে সমর্থন করি, ধর্মীয় ভিত্তিতে নয়। যারা পিছিয়ে আছে তাদের পশ্চাৎপদ বলা হবে সে মুসলিম হোক বা হিন্দু হোক। কারণ, প্রতিটি শ্রেণীতেই পিছিয়ে থাকা মানুষ আছে। অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই তাদের সংরক্ষণ দেওয়াঅ উচিত। দেশের কয়েকটি রাজ্যে প্রশাসন কর্তৃক ফৌজদারি মামলার প্রতিক্রিয়ায় অভিযুক্তদের বাড়িঘর ভাঙার প্রশ্নে তিনি বলেন, কেউ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে জেলে পাঠান। কিন্তু তার সন্তান ও মা-বোনদের জন্য নির্মিত বাড়িগুলোকে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী।

মুসলিমরা ন্যায়ের পক্ষে রুখে দাঁড়ান: সাজ্জাদ নোমানি

প্রখ্যাত ধর্মীয় পণ্ডিত মাওলানা খলিলুর রহমান সাজ্জাদ নওমানি, সাজ্জাদা নাশীন খানকাহ নওমানিয়া নেরিল এবং কার্যনির্বাহী সদস্য অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড বেঙ্গালুরুতে 'বিশ্বাসের সুরক্ষা এবং সমাজের সংস্কার' শীর্ষক একটি মহা সম্মেলনে বক্তৃতা করেছেন। কর্ণাটক। যেখানে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা সাজ্জাদ নওমানি তার বক্তব্যে সমাজে ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ বন্ধের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং তরুণ প্রজন্মের ঈমান নষ্ট করার ষড়যন্ত্রের ওপর আলোকপাত করেন। মাওলানা সাজ্জাদ নওমানি তার ভাষণে মুসলমানদের ন্যায়বিচারের স্বার্থে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং নির্যাতিতদের সাহায্য করার আহ্বান জানান। মাওলানা বলেন, মাদক, মদ্যপান, অশিক্ষা, নির্লজ্জতা, যৌতুক প্রথা, লিঙ্গবৈষম্য, জাতিভেদ প্রথাসহ সামাজিক কুফল মুসলিম সমাজের ব্যাপক ক্ষতি করছে। এসব অপকর্ম থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান তিনি।

অসমে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বিল আনার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আগেই বলেছিলেন তিনি অসমে বহু বিবাহ বন্ধ করে দেবেন অসমে। এবার অসমে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বিল আনার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘোষণা করেছেন, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে অসম বিধানসভার আসন্ন অধিবেশনে বহুবিবাহকে বেআইনি ঘোষণা করা হবে। 'বিল অব লেডি' পেশ করা হবে। হিমন্ত বিশ্বশর্মার মতে, বহু মাস ধরে বহু ব্যক্তি ও সংস্থার সঙ্গে আলোচনার পর এই বিলটি তৈরি করা হয়েছে। শুক্রবার রাজধানী দিল্লিতে মিডিয়ার সাথে কথা বলার সময় হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, বহুবিবাহ নিষেধাজ্ঞা বিল অসম বিধানসভার পেশ করা হবে। বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবে ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে। সেখানেই এই বিল অঅনা হবে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে বিলে রাজ্যের মধ্যে থেকে লাভ জিহাদ নির্মূল করার লক্ষ্যে কিছু বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে মন্তব্য চেয়ে একটি পাবলিক নোটিশের প্রতিক্রিয়ায় রাজ্য প্রশাসন ১৪৯ টি সুপারিশ পেয়েছে। কর্মকর্তারা আরও বলেন, এই সুপারিশগুলির মধ্যে ১৪৬টি এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে। তিনটি সংস্থা বলেছে, তারা বিলের বিরুদ্ধে। অসম রাজ্যে,বহুবিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে জনগণের মতামত চেয়ে রাজ্য প্রশাসন ২১ শে আগস্ট একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। বিজ্ঞপ্তিতে অসমের জনগণকে ৩০ আগস্টের মধ্যে পোস্ট বা ইমেলের মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়া পাঠাতে বলা হয়। এছাড়াও, রাজ্য সরকার এই ধরনের একটি আইন পাস করার জন্য অসমরাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের তদন্তের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করেছিল। বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনার পর কমিটি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে। রাজ্য বিধানসভার এই ধরনের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে বলে নিশ্চিত করেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। উল্লেখ্য, অসম সরকারের মুখ্য সচিব নীরজ ভার্মা ২০ অক্টোবর সরকারি কর্মচারীদের দ্বিতীয় বিবাহ রুখতে এক নির্দেশ জারি করেন। তাতে বলা হয়, অসম সিভিল সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস ১৯৬৫ অনুসারে যার একজন স্ত্রী রয়েছে তিনি সরকারের কাছ থেকে অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবেন না। আর যে সম্প্রদায়ের একজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করা যায় তাদের ক্ষেত্রেও সরকার থেকে অনুমতি নিতে হবে।

রাজ্যের এজি পদে ফের ফিরে এলেন কিশোর দত্ত

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যের অ্যাডবোকেট জেনারেল হিসেবে পুনরায় অধিষ্ঠিত হলেন আইনজীবী কিশোর দত্ত। শনিবার এ বিসয়ে নবান্ন থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়, কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী কিশোর দত্ত রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হলেন। সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এজি হিসাবে ইস্তফা দেওয়ার পর থেকেই কিশোর দত্তের নাম মোনা যাচ্ছিল। অবশেষে তিনিই এজি হলেন। শনিবারই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন, এজির নিয়োগ সংক্রান্ত সংক্রান্ত ফাইলে সই করে দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, সরকার এজি নিয়োগ নিয়ে যে ফাইল পাঠিয়েছিল, তা সই করে পাঠিয়ে দিয়েছি।
উল্লেখ্য, এর আগেও তৃণমূল সরকারের আমলেই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেব দায়িত্ববার গ্রহণ করেছিলেন কিশোর দত্ত। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। যদিও তিনি সেসময় ব্যক্তিগত কারণে পদ ছাড়ার কথা বলেছিলেন আইনজীবী কিশোর দত্ত। তা নিয়ে সেমসয় বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

আরও এক মিডিয়া হাউস কিনে নিল আদানির সংস্থা

আপনজন ডেস্ক: এনডিটিভি'র পর মিডিয়া জগতে ব্যবসার পরিসর আরও বৃদ্ধি করল আদানি গোষ্ঠী। সংবাদসংস্থা আইএএনএস (ইন্দো-এশিয়ান নিউজ সার্ভিস)-এর অধিকাংশ শেয়ার কিনে নিলেন শিল্পপতি গৌতম আদানি। আদানি এন্টারপ্রাইজের তরফে চুক্তির অংক প্রকাশ্যে আনা না-হলেও এক বিবৃতিতে তারা আইএএনএসের শেয়ার কিনে নেওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এএমজি মিডিয়া নেটওয়ার্কস লিমিটেড আইএএনএস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ৫০.৫০ শতাংশ শেয়ার কিনে নিয়েছে। আইএএনএস প্রাইভেট লিমিটেডের বাকি শেয়ার অবশ্য থাকছে সাংবাদিক সন্দীপ বামজাইয়ের হাতেই। এই মর্মে আদানি গোষ্ঠী আইএএনএস এবং সন্দীপ বামজাইয়ের সঙ্গে একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে বলে জানা গিয়েছে। চুক্তি মোতাবেক এখন থেকে সংবাদ সংস্থা ইন্দো-এশিয়ান নিউজ সার্ভিস আদানি গোষ্ঠীর অধীনস্থ সংস্থা। এর আগে গত বছর মার্চে প্রথমবার মিডিয়া জগতে পা রেখেছিল আদানি গোষ্ঠী। কুইন্টিলিওন বিজনেস মিডিয়ার বড় অংশের শেয়ার কিনেছিল এএমজি মিডিয়া।

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

ভর্তি চলিতেছে
Class Nursery to XII (Proposed)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- CBSE Curriculum ● অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা ● বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

প্রথম নজর

পুলিশ ক্যাম্প ফাঁড়িতে রূপান্তরিত হল রসখোয়ায়

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: করণদিঘীর বিধায়ক গৌতম পালের প্রচেস্টায় ও উদ্যোগে রসাখোয়াবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। রসাখোয়া পুলিশ ক্যাম্পকে রসাখোয়া ফাঁড়িতে রূপান্তরের শুভ উদ্বোধন করা হয় শনিবার। উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম ব্যবসায়িক কেন্দ্র রসাখোয়া এবং পাশে রয়েছে ভারত-বাংলা সীমানা তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে রসাখোয়া পুলিশ ক্যাম্পকে রসাখোয়া ফাঁড়িতেরূপান্তর। এই প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আইপিএস মোহাম্মদ সানা আখতার বলেন, দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হল মানুষের। বিধায়কের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সফল হল। আমরা মানুষের আরও কাছে পৌঁছে যেতে পারব ও ভালোভাবে সবরকম পরিষেবা প্রদান করতে পারবো। ফাঁড়িতে অফিসার থাকেন, ফোর্স থাকবে, প্রয়োজনে লেডি কনস্টবল দেওয়া হবে।

পৌষমেলার প্লট বুকিংয়ের টাকা বৃদ্ধি

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: পৌষমেলার প্লট বুকিংয়ের টাকা বাড়িয়ে দেওয়ায় ক্ষোভ, হুড়োহুড়ি শান্তিনিকেতনে। এদিন থেকে শুরু হল পৌষমেলার প্লট বুকিং প্রথম দিনেই ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা। তাদের অভিযোগ, রেট চার্ট প্রকাশ না করেই চার গুণ টাকা বৃদ্ধি করে প্লট দেওয়া হচ্ছে। শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট জানায়, মেলার প্লট বুকিংয়ের ফি বৃদ্ধি নিয়ে কোন আলোচনাই বৈঠকে হয়নি। সব মিলিয়ে পৌষমেলার প্লট বুকিং নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা। যদিও, বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ বলেন, মানুষ খুব উৎসাহিত প্লট বুকিংয়ের জন্য। কোন ক্ষোভ-বিক্ষোভ নেই।। আর ফি বৃদ্ধি করা হয়নি। ২০১৯ সালের রেট বহাল রাখা হয়েছে। ২০১৯ সালে শেষবার পূর্বপল্লীর মাঠে পৌষমেলা হয়েছিল। তৎকালীন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী মেলা বন্ধ করে দেন।

দীর্ঘ পাঁচ কিমি রাস্তার বেহাল দশা, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে দুর্ঘটনা

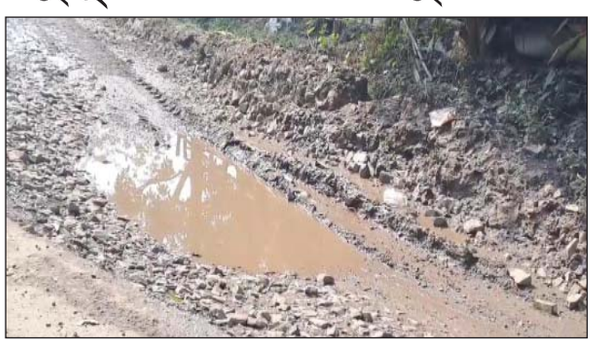

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের রোল অঞ্চলের ইন্দাস রেলগেট থেকে চেকপোস্ট পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার পিচ রাস্তা একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে প্রতিমুহূর্তে আতঙ্ক নিয়ে রাস্তায় যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের কিন্তু তারপরেও হুশ ফিরছে না প্রশাসনের । রাস্তায় পিচ উঠে বড় বড় পাথর বেরিয়েছে যার কারণে ক্রমশই বাড়ছে দুর্ঘটনার পরিমাণ । রাতের অন্ধকারে শুধু নয় দিনের বেলাতেও দুর্ঘটনার পরিমাণ বাড়ছে । সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ।

অন্যদিকে রাস্তায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত একটু বৃষ্টি হলেই সেই গর্ত জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায় যাতায়াতের সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষদের । প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ নিত্যদিনের একমাত্র যাতায়াতের রাস্তা এটি ।

স্বাভাবিকভাবেই কবে এই রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেয় প্রশাসন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সকল সাধারণ মানুষ ।

শেখ নিজাম উদ্দিন , শেখ পিয়ার আলম নামের স্থানীয় বাসিন্দারা জানান , দু'বছর আগে রাস্তা রিপেয়ারিং হয়েছে তার মধ্যেই রাস্তাটি একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে । প্রতিমুহূর্তেই ঘটছে দুর্ঘটনা প্রশাসন দ্রুত এই রাস্তার সংস্কার করুক ।

এ বিষয়ে ইন্দাস ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত জানান , আমি ব্যক্তিগতভাবে জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে জানিয়েছি । আগামী জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে টেন্ডার হবে এবং দ্রুত রাস্তা সংস্কার হবে বলে জানান তিনি ।

অন্যদিকে রাস্তার এই বেহাল দশা নিয়ে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করতে ছাড়িনি বিরোধী শিবির । বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস জানান , উনারা বিধায়ক ও সাংসদদের কাজ করতে দেন না । সরকারি টাকা দিয়ে ভাইপোকে বাঁচানোর চেষ্টা চলছে তাহলে রাজ্যের উন্নয়ন হবে কি করে ।

যুদ্ধ বিরোধী চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি কর্মসূচি

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: শনিবার বীরভূমের রামপুরহাট পাঁচমাথা মোড়ে কচিকাঁচা সহ অভিভাবকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় যুদ্ধবিরোধী অবস্থান কর্মসূচি। প্যালেস্টাইনের উপর ইজরাইলের আক্রমণের বিরুদ্ধে ও প্রতি ১০ মিনিট অন্তর একজন করে শিশু মৃত্যুর প্রতিবাদে কিশোর সংগঠন কমসোমলের আহ্বানে এদিন শিশু- কিশোর ও অভিভাবকদের নিয়ে মূলত এই অবস্থান কর্মসূচি বল সংগঠন সূত্রে জানা যায়।

অবস্থান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা যুদ্ধ বিরোধী চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা করে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য বডির সদস্য সুদর্শন মান্না । তিনি বলেন "যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই, আমরা শিশু-কিশোর বাঁচতে চাই"। এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলের হানাদারী ও শিশু হত্যার প্রতিবাদ জানাতেই এরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সকলেই হাতে হাত মিলিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে গর্জে উঠি এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কে বাঁচিয়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। সংগঠন সূত্রে আরও খবর যে,আগামী ১৯ ডিসেম্বর, বেলা ১টা থেকে কলকাতার ধর্মতলায় রাজ্যগত অবস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজেপি পশ্চিমবঙ্গকে বদনাম করার চেষ্টা করছে, অভিযোগ ফিরহাদ হাকিমের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বড়বাজারে পার্কিং নিয়ে সমস্যা আছে। এটা কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ দেখে। আশা করি সেটা পুলিশ দেখবে। অফিসের সময় অনেক বেশি ট্রাফিক থাকে। শনিবার কলকাতা পুরসভার অধিবেশনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

তিনি বলেন, আগামী আর্থিক ভাবে সচল হলেও এখনই কাউন্সিলরদের ভাতা বাড়ানো হচ্ছে না। কারণ আগে পেনশন দেওয়া হবে। তারপরে কাউন্সিলরদের বিষয় দেখা হবে। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া ভাতা আগামী সোমবার দিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান মেয়র । লোকসভার অধিবেশন কক্ষে স্প্রে ছড়ানো কাণ্ডে বাংলাতে থেকেই বাংলা নিয়ে যদি তিনি(শুভেন্দু অধিকারী) বলে থাকেন তাহলে মনে হচ্ছে যে বিজেপি বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা করছে, মন্তব্য

ফিরহাদের।

ফিরহাদ হাকিম বলেন,শুধু বাংলাকে বদনাম করা হচ্ছে। কাজ নেই তো খই ভাজ। অপদার্থ তাই রাজনীতিক ভাবে এটা ঘোরানোর চেষ্টা করছে বিজেপির। দেশের নিরাপত্তা নিয়ে খেলা করছে তারা। আসলে এরা এত খুন গুজরাটে করেছে। তাই তারা মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বলে জানান মেয়র। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যের দাবিদাওয়া নিয়ে বৈঠক প্রসঙ্গে মেয়র বলেন,যদি সবচেয়ে বেশি ভুয়া কার্ড উত্তর প্রদেশে থাকে, তার জন্য বাংলার টাকা কেনো আটকানো হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রসঙ্গ টেনে মেয়রের প্রশ্ন উনি নিজে কি করছেন? এত উদ্ধত কেন? সংসদে তিনি জবাব দিচ্ছেন না কেন? রাজনীতি আপনি করছেন। বিরোধীরা রাজনীতি করছে না। মেয়র আরো বলেন,একটা এত বড় ঘটনা আটকাতে পারলো না আর শুভেন্দু অধিকারী বড় বড় কথা বলছে।

কেউ যদি অন্যায় করে থাকে তাহলে কোনো দল দায়ী হয় না। কংগ্রেস সাংসদের বাড়িতে টাকা উদ্ধার নিয়ে বলেন ফিরহাদ হাকিম।

উত্তরবঙ্গ শুভেন্দু সফরে যখন তিনি বিজেপির দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই মানুষ তাকে প্রশ্ন করবেন। তিনি তো টাকা আটকানোর কথা বলে ছিলেন। তাই মানুষ তাকে ঘিরে প্রশ্ন করছে মন্তব্য মেয়রের।

একই গ্রামের তিন স্কুল ছাত্রীর নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: একই গ্রামের তিন ছাত্রীর নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে। প্রায় ছয় দিন কেটে গেলেও এখনো মেলেনি তাদের খোঁজ। আতঙ্কে পুরোগ্রাম। ঘটনা ইংরেজবাজার ব্লকের কোতুয়ালী অঞ্চলের মিহির দাস কলোনি পাহাড়পুর গ্রামের।

জানা যায়, সেই গ্রামের বাসিন্দা সীতেশ পাহাড়ি, তপন পাহাড়ি ও মিতুল পাহাড়ি। এই তিনজনের মেয়ে একজন কলেজ এবং দুইজন স্কুল ছাত্রী। কেউবা কলেজ কেউবা স্কুলে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয় তারপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায়। এদের মধ্যে একজন নাবালিকাও রয়েছে। সারাদিন সারারাত খোঁজাখুঁজি করেও তাদের খোঁজ না মিলায় পরের দিন মঙ্গলবার ইংরেজবাজার থানায় তিন ছাত্রীর পরিবারের লোকজন লিখিত অভিযোগ করে। ৬দিন কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পরিবারের অভিযোগ পুলিশের কাছে বারবার যাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ এই ঘটনা নিয়ে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। থানার পর রথবাড়ি ফাঁড়িতেও পরিবারের লোকজন গিয়ে অভিযোগ জানায় তবুও পুলিশ তাদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ করেনি। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিনিধি সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। অসহায় অবস্থায় আতঙ্কে অনিদ্রা-অনাহারে দিন কাটাচ্ছে সেই নিখোঁজ তিন ছাত্রীর পরিবারের এমনি অভিযোগ।

এই ঘটনা নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সন্দীপ ঘোষকে ধরা হলে তিনি জানান, নিখোঁজ ছাত্রীর পরিবারের লোক ঘটনা জানিয়েছেন, পুলিশকে আমার তরফ থেকেও বলা হয়েছে। পুলিশ এখনো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। পরিবারের সঙ্গে আবার গিয়ে কথা বলবো। থানা যদি কোন ব্যবস্থা না নেই পরিবারের লোকজন নিয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হব।

বালুরঘাটে 'বার্তালাপ' পিআইবির

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো'র তরফে অনুষ্ঠিত হলো সাংবাদিকদের নিয়ে একদিনের বিশেষ কর্মশালা। ট্র্যাঙ্ক মোড় সংলগ্ন এলাকার একটি বেসরকারি লজে 'বার্তালাপ' নামক এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর কলকাতা শাখার ডেপুটি ডাইরেক্টর অরিজিৎ চক্রবর্তী, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর কলকাতা শাখার প্রাক্তন ডাইরেক্টর অজয় মহমিয়া, নাবার্ডের তরফে তীর্থঙ্কর বিশ্বাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক (নিউজ

ফ্যাক্ট চেক) জয়দীপ দাস গুপ্ত সহ আরো অনেকে। এদিনের এই কর্মশালের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে যুক্ত সাংবাদিকেরা এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।এদিনের কর্মশালায় সেবা, সুশাসন এবং গরীব কল্যাণের ৯ বছর এর বিষয়ে তুলে ধরে একটি বিশদ উপস্থাপনা করেন রিসোর্স পারসনেরা। পাশাপাশি, সাংবাদিকদের নানা সুযোগ-সুবিধা, সমস্যা ও কিভাবে খবরের সত্যতা যাচাই করতে হয়, সেই সমস্ত বিষয়গুলোর উপরেও বিশদ আলোচনা করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। শুধু তাই নয়, কিভাবে নতুন সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন করতে হয় সেই সমস্ত বিষয়গু প্রজেক্টরের মাধ্যমে তুলে ধরেন তাঁরা।

তৃণমূলের আমলেই বেশি ডিএ, দাবি শিক্ষক সমিতির

মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: বাম আমলের থেকে বেশি ডিএ দিচ্ছে তৃণমূল সরকার। কিন্তু হয়তো কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়া যাচ্ছে না। এজন্য দায়ী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন সরকার। কারণ, রাজ্যের কয়েক হাজার কোটি টাকা বকেয়া মেটায়নি কেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বকেয়া চেয়ে বার বার দরবার করেছেন কেন্দ্রের কাছে। কিন্তু এখনও বকেয়া মেটায়নি। তিনি সরকারি কর্মীদের ডিএ এর বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। বকেয়া মেটালেই ডিএ দেবে সরকার।।

গড়বেতা এক নম্বর ব্লকের চক্র সম্মেলনে ডিএ নিয়ে এ কথা জানালেন শান্তনু দে।

গড়বেতা স্টেডিয়াম সংলগ্ন অডিটোরিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গড়বেতা- ১ নং ব্লকের তিনটি চক্রের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো শনিবার। উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুজয় হাজরা এবং গড়বেতা বিধানসভা বিধায়ক উত্তরা সিংহ (হাজরা), ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেবাব্রত ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চেয়ারম্যান শান্তনু দে এবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ববৃন্দ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অল্পের জন্য রক্ষা আপ মুম্বই মেলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা আপ মুম্বই মেলের। উলুবেড়িয়া ও বীরশিবপুর স্টেশনের মাঝে খুলে যায় কাপলিং। ফার্স্ট এসি ও ইঞ্জিন প্রায় হাফ কিলোমিটার এগিয়ে যায়। মেরামতির জন্য ফিরিয়ে আনা হয় উলুবেড়িয়া স্টেশনে। রাত ৮টা ৫৫ মিনিট নাগাদ ঘটে ওই ঘটনা। যাত্রীরা সকলেই সুরক্ষিত রয়েছেন বলে জানা গেছে। উলুবেড়িয়া ছাড়ার পরেই খুলে যায় ইঞ্জিন-সহ ২ টি বগি। বিপত্তির জেরে হাওড়া-খড়গপুর আপ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল।

সংখ্যালঘু সেলের রক্তদান শিবির

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: ডায়মন্ডহারবার তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবির বস্ত্র দান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ক্রীড়া সহ একাধিক অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জলন করে উদ্বোধন করল শনিবার দিন রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস ,ভাইস চেয়ারম্যান রাজশ্রী দাস ডায়মন্ড হারবার মাইনরিটি সেলের সভাপতি নিয়ামত শেখ সহ একাধিক ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা।

নন্দীগ্রামে ধর্না

আপনজন: নন্দীগ্রাম থানায় তৃণমূলের ধর্নায় জেলা সভাপতি অসিত ব্যানার্জি, জেলার চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মাইতি জেলা পরিষদের সদস্য সেক সামসুলসহ অনেকেই শামিল হন। ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন

চারঘাটে সূচনা হল ১৩ তম বইমেলা

এম মেহেদী সানি ● স্বরূপনগর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগরের চারঘাটে ১৩ তম বইমেলা উৎসবের সূচনা হলো শনিবার। চারঘাট মিলন মন্দির বিদ্যাপীঠ ময়দানে রেনেসাঁস সাংস্কৃতিক চক্রের পরিচালনায় বইমেলা চলবে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত । এলাকার শান্তি ,সম্প্রীতি ও ঐক্য অক্ষুন্ন রাখতে এদিন সকাল সাতটায় সংহতি দৌড়ের মধ্যে দিয়ে বইমেলা উৎসবের সূচনা করেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ 'কোচেস্ এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল'-এর কনভেনার বিশিষ্ট সমাজসেবী ইসমাইল সরদার। মছলন্দপুর তিনআমতলা থেকে চারঘাট মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটার সংহতি দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন প্রায় দুই শতাধিক ছেলে মেয়ে। ইসমাইল সরদার নবপ্রজন্মের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রীড়ামুখী হওয়ার আহ্বান জানান, পাশাপাশি বইমেলা উৎসবের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন রেনেসাঁস সাংস্কৃতিক চক্রের সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষক ভৈরব মিত্র, বইমেলার প্রধান উপদেষ্টা চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান টুম্পা সরদার, চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আসলাম উদ্দিন, জনপ্রতিনিধি তাপস কুমার ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও অশোকনগর এর বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত চারঘাট বইমেলা উৎসবের উদ্বোধক হিসেবে শনিবার সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কবি ও গীতি কার শুভ দাশগুপ্ত । এদিন বিকালে বইমেলার মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে অনুষ্ঠিত বর্ণময় পদযাত্রায় পা মেলান এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন রেনেসাঁস সাংস্কৃতিক চক্রের স্মরণিকা গ্রন্থ প্রকাশের পাশাপাশি রেনেসাঁস রত্ন প্রদান করা হয়। একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভার বিকাশে বই মেলা উৎসবে প্রতিদিনই থাকছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। রেনেসাঁস সাংস্কৃতিক চক্রের সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষক ভৈরব মিত্র জানান, 'এলাকার ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশে আমরা প্রতিবছর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। রাজনৈতিক কচকচানি, বিভেদ, দ্বন্দ্ব ভুলে চারঘাটবাসী ঐক্যবদ্ধভাবে বইমেলা উৎসবের অনুষ্ঠানে সামিল হন।

বছর শেষে মগরাহাটে শুরু হল তিন দিনের তবলিগি জামাতের ইজতেমা

ওবায়দুল্লা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: বছর শেষে মগরাহাটে শুরু হল ৩ দিনের তবলিগি জামাতের ইজতেমা। নিয়ম মেনেই ১৬ ই ডিসেম্বর শনিবার থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের ময়দান তথা ওলি মার্কাজে দেশ তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩ দিনের ইজতেমাতে যোগ দিতে কয়েক হাজার মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের সমাবেশ। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মানুষের সমাগম মগরাহাটে। তিন দিনে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয় মগরাহাট ইজতেমাতে।

জানা যায়, ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ইসতেজমা সোমবার সকালে ইজতেমার আখেরি মোনাজাত সম্পন্ন হবে।

দিল্লির নিজামউদ্দিন মার্কাজ থেকে মগরাহাটের ইসতেজমাতে যোগ দিতে আসেন তবলিগ জামাতের মুরুব্বিরা। শনিবার আসর নামাজ বাদ দিল্লির এক মুরুব্বি বয়ান রাখেন। তার বক্তব্যের বাংলা তরজমাও করা হয়। ওই মুরব্বি বলেন, মুসলিমদের আগে কুরআন শিখতে হবে। ইসলাম সম্বন্ধে জানতে ও আল্লাহর বন্দেগি করতে কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করার আহ্বান জানান তিনি। সেই সঙ্গে নামাজের পাবন্দি হওয়ার কথা বলেন। তিন দিনের ইজতেমা ঘিরে মগরাহাট সেজে উঠেছে নিজের ছন্দে। ইজতেমা উপলক্ষে বসেছে নানান দোকানপাট।

জলঙ্গিতে আইএসএফে যোগদান নানা দল থেকে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: জলঙ্গিতে বাম, কংগ্রেস, তৃণমূল ছেড়ে আই এসএফে যোগদিলেন শতাধিক কর্মীসমর্থকরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি ব্লকের সাদিখান দেয়ার অঞ্চলের জোতপরমানন্দ পুর এলাকায় আই এস এফের এক কর্মীসভায় শতাধিক বিরোধী দল থেকে যোগদান করেন আই এস এফে। এদিন জলঙ্গি ব্লক অবজারফার কারিউল ইসলাম বলেন, আগামী লোকসভা নির্বাচন কে পাখির চোখ করে কর্মীদের নিয়ে কর্মী সভা করার হয় তিনি আরও বলেন এদিনের কর্মীসভার মাধ্যমে আই এস এফে যোগদান করেন শতাধিক কর্মীসমর্থকরা।তৃণমূল কংগ্রেসে দুর্নীতি দেখে মানুষ আই এস এফ দলে যোগদান করছে, আগামীতে আরও বেশি যোগদান হবে, মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে আই এস এফের যে প্রার্থী হোকনা কেন তাকে জেতানোর জন্য এদিনের কর্মী সভা ও যোগদান সভা। যোগদান কারি বলেন ভাইজান নের স্বচ্ছ রাজনীতি ও কাজ দেখেই আই এস এফে যোগদান করলাম। আগামীতে আরও বেশি শক্তি শালী করে তুলবো দলকে বলেও তারা জানান।এদিনের সভায় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রথম নজর

কুয়েতের নতুন আমির শেখ মেশাল আল-আহমদ

আপনজন ডেস্ক: কুয়েতের ক্রাউন প্রিন্স শেখ মেশাল আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহকে দেশটির নতুন আমির হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। শনিবার পূর্বসূরি শেখ নাওয়াফের মৃত্যুর পর তেল সমৃদ্ধ দেশটির নতুন আমির হয়েছেন তিনি।
দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানিয়েছে, 'কুয়েতের মন্ত্রিসভা ক্রাউন প্রিন্সস শেখ মেশালকে কুয়েত রাজ্যের আমির হিসেবে মনোনিত করেছে।'
শনিবার ৮৬ বছর বয়সে মারা যান দেশটির সাবেক আমির। কুয়েতের আমিরি দিওয়ান বিষয়ক মন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মুবারক আল সাবাহর বিবৃতি অনুসারে, ২৯ নভেম্বর কুয়েতের সদ্য প্রয়াত আমিরকে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। জরুরি স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন।
এর আগে সৎ ভাই শেখ সাবাহ আল-আহমাদ আল-জাবের আল-সাবাহর (৯১) মৃত্যুর পর ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে কুয়েতের আমির হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন শেখ নওয়াফ। তার ভাই যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কুয়েতের সার্বভৌম ক্ষমতা শাসক আল সাবাহ পরিবারের হাতেই থাকে। শেখ নওয়াফকে তার সৎ ভাই শেখ সাবাহ আল-আহমাদ আল-সাবাহ ২০০৬ সালে ক্রাউন প্রিন্স মনোনীত করেছিলেন। শেখ সাবাহ তার কূটনীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন। শেখ নওয়াফ এর আগে কুয়েতের অভ্যন্তরীণ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন কিন্তু সরকারে তাকে বিশেষভাবে সক্রিয় হিসেবে দেখা যায়নি।

৬৭ দিন ধরে চিকিৎসা সহায়তা পৌঁছেনি গাজার আল-আওদা হাসপাতালে

আপনজন ডেস্ক: গাজার আল-আওদা হাসপাতালের ব্যবস্থাপক আহমেদ মুহান্না বলেছেন, মৌলিক ও প্রয়োজনীয় কোনো চিকিৎসা সামগ্রী এখনো উত্তর গাজার পৌঁছাতে পারেনি। আল-জাজিরাকে পাঠানো একটি অডিও বার্তায় তিনি বলেন যে- ৬৭ দিনেও আল-আওদা হাসপাতালে কোনো চিকিৎসা সহায়তা পৌঁছেনি, এর মধ্যে অক্সিজেনও সরবরাহ করা হয়নি।
তিনি আরো বলেন, ইসরাইলের ট্যাঙ্কগুলো এখনো হাসপাতালের চারপাশে রয়েছে...। এর মধ্যে একটি ট্যাঙ্ক হাসপাতালের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিয়েছে।
তিনি উল্লেখ করেন, আমরা আন্তর্জাতিক সমাজ, বিশেষ করে রেড ক্রিসেন্ট এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছ থেকে সমর্থনের আশা করছি। এদিকে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি হামলায় কমপক্ষে ১৮ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যার মধ্যে ১১ হাজারেরও বেশি শিশু এবং নারী। আহত হয়েছে ২৮ হাজার ২০০ জনেরও বেশি। গত মাস থেকে অবরুদ্ধ ছিটমহলে ইসরাইলের অবিরত বিমান ও স্থল হামলায় হাসপাতাল, মসজিদ এবং গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। ইসরাইলি সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, ইতোমধ্যে ১ হাজার ২০০ ইসরাইলি নিহত হয়েছে। উল্লেখ্য, গাজাভিত্তিক ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস ইসরাইলের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেছে বলে ঘোষণা করেছে। এর প্রতিরোধে পাল্টা হামলা শুরু করেছে ইসরাইল।
এক বিবৃতিতে হামাসের সামরিক শাখার প্রধান মোহাম্মদ দেইফ বলেন, শনিবার সকালে ইসরাইলে পাঁচ হাজার রকেট বর্ষণের মাধ্যমে 'অপারেশন আল-আকসা স্টর্ম' শুরু হয়েছে। ইসরাইল গাজা থেকে অনুপ্রবেশের কথা স্বীকার করেছে।

কাতারের স্টেডিয়াম জুড়ে ফিলিস্তিনের পতাকা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গণহত্যা চালাচ্ছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। এর প্রতিবাদে নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। বাদ যাচ্ছে না ফুটবল তারকা এবং ভক্তরাও। এবার ফিলিস্তিনিদের পক্ষ নিয়ে শত শত সমর্থকরা কাতারের এডুকেশন সিটি স্টেডিয়ামে জড়ো হয়েছেন। ফিলিস্তিনের পতাকা উড়িয়ে অর্থ সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।
শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকালে ২০২২ সালে কাতারের রাজধানী দোহাতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের একটি স্টেডিয়ামে ফিলিস্তিনের পতাকা নিয়ে জড়ো হন শত শত ফুটবল ভক্ত ও অনুরাগীরা। তারা কাতার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের জন্য অর্থ যোগানের জন্য নেমেছেন।
গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের চালানো বর্বর হামলায় প্রায় ১৯ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। যার মধ্যে ৭ হাজার শিশু। বিধ্বস্ত ফিলিস্তিনিদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়াতে একদল শিক্ষার্থীরা মাঠে নেমেছেন।
এই আয়োজনের সঙ্গে জড়িত ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থী করিম আব্বাস জানান, ম্যাচটি ফিলিস্তিনি শিশুদের জন্য খেলা হয়েছে।
আব্বাস বলেন, ইসরায়েল নিরীহি ফিলিস্তিনিদের ওপর যে হামলা চালাচ্ছে তার ভিডিওগুলো দেখা একজন ফিলিস্তিনি হয়ে অসম্ভব। যদিও আমি ফিলিস্তিনে থাকছি না, কিন্তু আমি তাদের যন্ত্রণা অনুভব করতে পারি। কাতারের এডুকেশন সিটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ওই ম্যাচটিতে কাতার ভিত্তিক দুটি স্কুলের খেলোয়াড় এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলাররা অংশ নিয়েছিলেন। যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বকাপ জয়ী সাবেক স্প্যানিশ খেলোয়াড় জাভি মার্টিনেজ, মরক্কোর আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় সোফিয়ান বাফল এবং কাতারের জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা। দুটি দলে বিভক্ত হয়ে খেলোয়াড়রা কাতার ও ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিত্ব করেন।
৪০ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার ওই স্টেডিয়ামে গাজাবাসীদের পক্ষ নিয়ে আগত দর্শকরা তাদের সহযোগিতার আহ্বান জানান এবং ফিলিস্তিনের পতাকা উড়ান।
ম্যাচ শুরুর আগে কাতার বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান আবদেল্লাহ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমরা এখানে এসেছি কিছু বলার জন্য, গাজাবাসীকে বলতে চাই আমরা তাদের ভুলি নাই।
স্টেডিয়ামে আগত দর্শক ও খেলোয়াড়রা বলেন, পৃথিবীতে গণহত্যার কোনো স্থান নেই।

'ভুল করে' হামাসের কাছে থাকা তিন জিম্মিকে হত্যা করলো ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, তারা ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় আক্রমণ পরিচালনার সময় 'ভুল করে' তিন জিম্মিকে হত্যা করেছে। ইসরায়েলি বাহিনী তাদের 'হুমকি' বলে মনে করেছিল।
গাজার উত্তরাংশে শেজাইয়ায় ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে তারা নিহত হয়। এ ঘটনায় 'অনুশোচনা' প্রকাশ করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।
নিহত তিন জিম্মির নাম ইয়োতাম হাইম (২৮), সামের তালালকা (২২) ও অ্যালন শামরিজ (২৬) বলে জানিয়েছে তারা।
এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি বাহিনী জানিয়েছে, গাজার উত্তরাঞ্চলে শেজাইয়া এলাকায় গতকাল শুক্রবার অভিযানের সময় ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে এই তিনজন নিহত হন।
গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভূখণ্ডে হামলার পর অন্তত ২৪০ জনকে জিম্মি করেন ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সদস্যরা। মাঝে যুদ্ধবিরতি চলার সময় বেশকিছু জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হয়। এখনো অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হামাসের কাছে শতাধিক জিম্মি আছেন।
বিবৃতিতে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী 'ভুল করে' জিম্মি হত্যার এ ঘটনাকে 'অত্যন্ত হৃদয়বিদারক' উল্লেখ করে ওই তিনজনের পরিবারের সদস্যদের প্রতি শোক জানিয়েছে। বলেছে, কেমন করে এ ভুল হলো, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুরু হয়েছে তদন্ত।
বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, হামাসের কাছে জিম্মি থাকা সবাইকে নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে আনা আমাদের (ইসরায়েলি বাহিনী) জাতীয় লক্ষ্য। সবাইকে ফিরিয়ে আনা হবে।
তিন জিম্মির মৃত্যুকে 'অবর্ণনীয় দুঃখজনক ঘটনা' বলে উল্লেখ করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তিনি সব জিম্মিকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।
এ বিষয়ে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কারবি গতকাল বলেন, এটা দুঃখজনক ভুল। এদিকে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে তিন জিম্মি নিহতের ঘটনা ঘোষণার পর শত শত মানুষ তেল আবিবের কেন্দ্রস্থলে জড়ো হয়। তারপর তারা মিছিল করে শহরটিতে আইডিএফের সামরিক ঘাঁটির সামনে যায়। সেখানে সমাবেশ করে বাকি জিম্মিদের মুক্তির জন্য একটি চুক্তি করতে ইসরায়েল সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।
মোমবাতি জ্বালিয়ে ও প্ল্যাকার্ড উঁচিয়ে ধরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তারা। প্ল্যাকার্ডগুলো লেখা ছিল '(তাদের) বাড়িতে নিয়ে আসো' ও 'এখনই জিম্মি বিনিময় করো!"
নিহত তিন জিম্মির মৃতদেহ ইসরায়েলে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। সেখানে পরীক্ষার পর তাদের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে।

নাইজার জান্তা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার পরিকল্পনায় রাজি: টোগোর মন্ত্রী

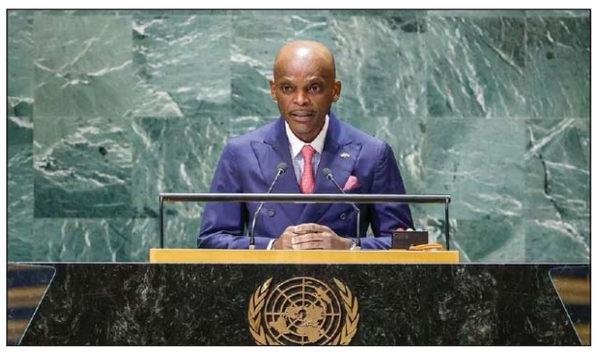

আপনজন ডেস্ক: নাইজারের সামরিক নেতারা গণতান্ত্রিক শাসন পুনরুদ্ধারের জন্য একটি পরিকল্পনায় সম্মত হয়েছেন, যা অনুমোদনের জন্য আঞ্চলিক জোট ইকোওয়াসের কাছে উপস্থাপন করা হবে। টোগোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট ডাসি এ কথা বলেছেন।
পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলো অর্থনৈতিক সম্প্রদায়ের (ইকোওয়াস) পক্ষে জান্তার সঙ্গে আলোচনার জন্য ডাসি নাইজারে গিয়েছিলেন। দেশটিতে জুলাই মাসে সামরিক কর্মকর্তারা একটি অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখলের পর সাংবিধানিক শৃঙ্খলায় দ্রুত প্রত্যাবর্তনের জন্য জোর দিচ্ছে ইকোওয়াস। নাইজারের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ডাসি বলেন, 'আমরা নাইজারের প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে একটি সমৃদ্ধ বৈঠক করেছি। আমরা পরিবর্তনের বিষয়বস্তু এবং সময় নিয়ে কথা বলেছি এবং সম্মত হয়েছি।'
নাইজারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে ডাসি বলেন, 'আমরা মধ্যস্থতাকারী রাষ্ট্রপ্রধানদের এবং ইকোওয়াস কমিশনের কাছে এটি উপস্থাপন করতে যাচ্ছি এই আশায় যে জানুয়ারিতে ইকোওয়াসের প্রত্যাশিত সময়রেখা জানা যাবে।'
তবে তারা কোন কোন বিষয়ে সম্মত হয়েছেন সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি টোগোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী। পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট ইকোওয়াস রবিবার নাইজেরিয়ায় একটি শীর্ষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নাইজার জান্তাকে 'একটি সংক্ষিপ্ত রূপান্তর রোডম্যাপে' রাজি করাতে টোগো, সিয়েরা লিওন এবং বেনিনের নেতাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। জোটটি বলেছে, তারা সেই আলোচনার ফলাফলের ভিত্তিতে নাইজারের ওপর নিষেধাজ্ঞাগুলো ধীরে ধীরে শিথিল করবে। এদিকে একজন শীর্ষ মার্কিন কূটনীতিক এই সপ্তাহে বলেছেন, নাইজারের সঙ্গে নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সহযোগিতা পুনরায় শুরু করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত, যদি জান্তা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দিকে পদক্ষেপ নেয়। জেনারেল আবদুরাহামানে তিয়ানীর নেতৃত্বে নাইজারের ক্ষমতাসীন সামরিক কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বাজুমকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ২০২০ সাল থেকে পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় এ ধরনের অষ্টম ঘটনা এটি।

রিপোর্ট করার সময় ইসরায়েলি হামলা, আল-জাজিরার ক্যামেরাম্যানের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় আহত আল-জাজিরার ক্যামেরাম্যান সামের আবু দাক্কা মারা গেছেন।
শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে আল-জাজিরা কর্তৃপক্ষ।
দেশটির খান ইউনিসের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রিপোর্ট করার সময় ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ক্যামেরাম্যান সামের আবু দাক্কা ও গাজা ব্যুরো চীফ ওয়ায়েল আল-দাহদৌ আহত হন বলে আল-জাজিরা প্রাথমিকভাবে জানিয়েছিলো। এমন হামলার ঘটনায় ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর নিন্দা জানিয়ে আল-জাজিরা বলেছে, সেখানে তারা ড্রোন হামলায় আহত হন।
বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'ইসরায়েলি বাহিনী অ্যাম্বুলেন্স এবং উদ্ধার কর্মীদের ঘটনাস্থলে যেতে বাধা দেওয়ার কারণে সাংবাদিক সামের ৫ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে রক্তাক্ত অবস্থায় সেখানে পড়ে ছিলেন।' এদিকে এএফপি'র এক সাংবাদিক জানান, আল-দাহদৌ বাহুতে আঘাত পান এবং তাকে চিকিৎসার জন্য খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আল-জাজিরা বলেছে, আল-দাহদৌ চিকিৎসার জন্য অবরুদ্ধ এলাকা ছেড়ে একটি অ্যাম্বুলেন্সে আসতে পারলেও সেখানের অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির কারণে চিকিৎসকরা যেতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে পরে তিনি মারা যান। সেখানে এমন হামলার ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে ইসরায়েলি বাহিনীর কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে লড়বেন পুতিন

আপনজন ডেস্ক: স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আগামী নির্বাচনে লড়বেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) তার সমর্থকদের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির সরকারি বার্তা সংস্থা আরআইএ। দলের বাইরেও জনসাধারণের সমর্থন পেতে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়তে চান বলে জানা গেছে। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতায় আছেন ভ্লাদিমির পুতিন। আগামী বছরের মার্চে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে আরও ছয় বছরের মেয়াদের জন্য তিনি জয়ী হতে পারেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। রাশিয়ার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড রাশিয়ার (ইউআর) জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আন্দ্রেই তুরচাক আরআইএ'কে বলেছেন, পূর্ণাঙ্গ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও তিনি (পুতিন) ক্ষমতাসীন ইউনাইটেড রাশিয়া (ইউআর) পার্টির প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এবারের নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। দেশটির আরেক রাজনৈতিক দল জাস্ট রাশিয়া পার্টির জ্যেষ্ঠ রাজনীতিক সের্গেই মিরোনোভও পুতিনকে সমর্থন করেন। তিনি আরআইএ'কে বলেন, পুতিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং তার সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হবে।

ওয়াশিংটনে ঐতিহাসিক ফায়ারহাউজে আগুন

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের ঐতিহাসিক ফায়ারহাউজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় সেখানে সংস্কারের কাজ চলছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওল্ড ইঞ্জিন কোম্পানি নং ১২-এ আগুনের সূত্রপাত হয়। এটি বর্তমানে ওয়াশিংটনের ব্লুমিংডেল পাড়ায় নর্থ ক্যাপিটল স্ট্রিটের পাশে একটি ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে পরিচিত। ফায়ার সার্ভিসের ২৫টি ট্রাক এবং ১২৫ জন অগ্নিনির্বাপক কর্মীর চেষ্টায় স্থানীয় সময় রাত ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়
সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০০ মি.

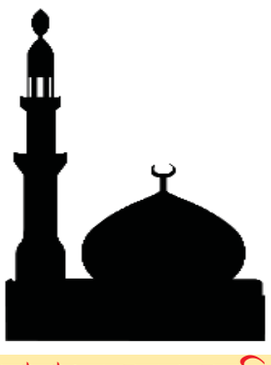

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৪	৬.১০
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৩.১৯	
মাগরিব	৫.০০	
এশা	৬.১৫	
তাহাজ্জুদ	১০.৫২	

কুয়েতের আমির মারা গেছেন

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশ কুয়েতের আমির শেখ নাওয়াফ আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ মারা গেছেন। শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা কুনার এক প্রতিবেদনে তার মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে। তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। আমিরের মৃত্যুর ঘোষণায় বলা হয়, 'আমরা গভীরভাবে শোকাহত... কুয়েতের আমির শেখ নাওয়াফ আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ মারা গেছেন।' শেখ নাওয়াফ আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে কুয়েতের আমির হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

শেঙেনে বুলগেরিয়ার যোগদানে আপত্তি তুলে নিল নেদারল্যান্ডস

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের পাসপোর্টমুক্ত শেঙেন অঞ্চলে বুলগেরিয়ার যোগ দেওয়ার বিষয়ে নেদারল্যান্ডস রাজি হয়েছে। ডাচ বিচার মন্ত্রণালয় শুক্রবার এ কথা বলেছে। এই পদক্ষেপের ফলে দীর্ঘকাল ধরে চলা বিরোধিতার অবসান ঘটতে যাচ্ছে।
নেদারল্যান্ডস এর আগে দুর্নীতি ও অভিবাসন নিয়ে উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে পূর্ব ইউরোপীয় দেশটিতে প্রবেশাধিকার দেওয়ার বিরোধিতা করেছিল।
তবে বুলগেরিয়া এখন শেঙেন যোগদানের শর্ত পূরণ করেছে বলে মন্ত্রণালয় এদিন জানিয়েছে।
এদিকে অস্ট্রিয়া এখনো বিশ্বের বৃহত্তম পাসপোর্টমুক্ত অঞ্চলে বুলগেরিয়ার যোগদানের বিরোধিতা করে। তবে সোমবার দেশটি বলেছে, তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের বহিরাগত সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তার বিনিময়ে বিমান ভ্রমণের অনুমতি দিতে ইচ্ছুক।

ইউক্রেনকে দেওয়া ইইউর সহায়তা আটকে দিল হাঙ্গেরি

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ইউক্রেনের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নতুন করে ৫০ বিলিয়ন (৫ হাজার কোটি) ইউরোর সহায়তা আটকে দিয়েছে হাঙ্গেরি।
শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃহস্পতিবার বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জরুরি বৈঠক বসেছিল। সেখানে প্রথমে ইউক্রেনকে সহায়তা প্রদানের ইস্যুটি উত্থাপন করা হলে এতে আপত্তি জানান হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান। অরবান 'এই প্রস্তাবে হাঙ্গেরি ভেটো দিচ্ছে' উল্লেখ করে বৈঠক কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। পরে আর বৈঠকেই আসেননি তিনি। এছাড়াও ২৭ সদস্যের জোটের আরেক সদস্যরাষ্ট্র সুইডেন ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে। ফলে প্রস্তাবটি আটকে যায়। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসেন বলেন, এ ব্যাপারে সমর্থন বা অসমর্থন জানানোর আগে নিজ দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের মতামত নিতে হবে তাকে। ইউক্রেনকে সহায়তা প্রদানের আলোচনা ছেড়ে অরবানের চলে যাওয়ার পেছনে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটার) অরবান বলেন, আজ রাতের বৈঠকের সারমর্ম হলো, ইউক্রেনকে অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাবে ভেটো।

পারস্য উপসাগর থেকে চলে গেছে মার্কিন বিমানবাহী রণতরী

আপনজন ডেস্ক: ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি'র নৌ শাখার কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল আলী রেজা তাংসিরি জানিয়েছেন, পারস্য উপসাগর থেকে মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস ডিওয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার চলে গেছে এবং এরইমধ্যে হরমুজ প্রণালী পার হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার অ্যাডমিরাল তাংসিরি জানান, আইজেনহাওয়ার যখন পারস্য উপসাগর ছেড়ে চলে যায় তখন আইআরজিসি'র নৌ শাখার সেনারা বিষয়টি কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে।
গাজা-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যের আরও এলাকায় যাতে উত্তেজনা ও সংঘাত ছড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে পারস্য উপসাগরে আমেরিকা যুদ্ধ জাহাজটিকে মোতায়েন করে।
আইআরজিসি কমান্ডার তাংসিরি বলেন, আইজেনহাওয়ার এবং তার সাথে আরও কিছু সহযোগী যুদ্ধজাহাজের বহর ২০ দিন পারস্য উপসাগরে মোতায়েন ছিল তবে তাদের সমস্ত তৎপরতা আইআরজিসি'র নৌ শাখার গোয়েন্দাদের নজরদারিতে ছিল।
তিনি আরো জানান, পারস্য উপসাগরে অবস্থানকালে আইজেনহাওয়ার আইআরজিসি'র এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সেন্টারের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩৩৯ সংখ্যা, ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ২ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সংযম, সহিষ্ণুতা

দ্বাদশ শতাব্দীর তিব্বতীয় দার্শনিক শাক্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, ‘বেশি কথা বিপদের কারণ। যতটা সম্ভব নীরব থাকিলে দুর্ভাগ্য এড়ানো যায়। খাঁচাবন্দি টিয়া বকবক করে, কিন্তু মুক্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ানো টিয়া চুপ থাকে।’ আধুনিক কালে উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষকে আমরা খাঁচার টিয়ার মতোই আচরণ করিতে দেখিয়া থাকি।

কথা বলিতে হয় সংক্ষেপে এবং যুক্তিযুক্ত কথা। সংযম ও সহিষ্ণুতা শুধু মুখের কথায় নহে, চর্চাতেও রাখিলে তাবত্ দুনিয়ার বিদ্যমান সমস্যা বহুলাংশে দূর হইয়া যাইতে পারে।

প্রতিটি মানুষের মনে রাখা দরকার যে, যাহা করিবেন, যাহা বলিবেন তাহার পিছনে যুক্তি থাকিতে হইবে, তাহা হইলেই কথার বা কাজের ভার তৈরি হইতে পারে। যেই কথার সারমর্ম নাই, যেই কথার কার্যকরণ নাই তাহা শুনিলে মানুষের কেবল হাসির উদ্রেক করে।

আমরা সকলেই জানি, ভালো কথা বলা যত সহজ, পালন করা তত সহজ নহে। যাহা কেহ নিজে না করিতে পারে, তাহাও অন্যকে পালন করিতে বলা সমীচীন নহে। ইহা লইয়া প্রাসঙ্গিক ইসলামের একটি ঘটনার কথা অনেকেরই জানা আছে।

একবার রসুলে আকরামের (স.) নিকট একজন লোক আসিয়া বলিলেন, হুজুর, আমার সন্তান প্রচুর মিষ্টি খাইয়া থাকে। আপনি নিষেধ করিলে সে আর মিষ্টি খাইবে না। নবিয়ে করিম তাহাকে সাত দিন পরে আসিতে বলিলেন। এই সাত দিনে তিনি মিষ্টি না খাওয়ার অভ্যাস রপ্ত করিলেন এবং তাহার পরেই কেবল ছেলেটিকে মিষ্টি খাইতে নিষেধ করিলেন।

এই কাহিনির একটি বিশেষ তাত্পর্য রহিয়াছে, বিশেষ বার্তা রহিয়াছে :তুমি নিজে যাহা করো তাহা অন্য কেহ করিলে তাহাকে নিষেধ করিতে পারো না এবং তুমি নিজে যাহা পারো না, তাহাও অন্যের নিকট হইতে আশা করিতে পারো না। ইহা মোনাফেকিরই সমার্থক।

পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার ১৪৫ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে, ‘নিশ্চয়ই মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করিবে, আর আপনি তাহাদের সাহায্যকারী হিসাবে কখনো পাইবেন না।’

আবার সুরা তওবার ৭৩ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে, ‘হে নবি, কাফির ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তিতে জিহাদ করো। এবং তাহাদের ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন করো। শেষ পর্যন্ত তাহাদের পরিণতি জাহান্নাম, আর তাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।’

পবিত্র রমজান মাস চলিতেছে। আমরা জানি, রমজানের উদ্দেশ্য কেবল না খাইয়া থাকা নহে।

এই সকল মানবিক গুণের চর্চা রমজানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। কেবল আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা ও মিতভাষই ঐ গুণাবলি সৃষ্টিতে সহায়ক হইতে পারে। কিন্তু তাহা কতটুকু অর্জিত হইল আমাদের দেশে?

আমরা লক্ষ করি, সকলেই অন্যকে উপদেশ দিলেও নিজে তাহা পালন করেন না। নিজে কোনো কর্তব্য পালন না করিয়া অন্যকে তাহা করিতে উপদেশ দেওয়ার মতো চরম ধৃষ্টতা আর কিছু নাই। দুঃখের বিষয়, সমাজের সর্বস্তরেই আমরা ইহা প্রকট আকারে দেখিতেছি।

যাহারা উপদেশ দিয়া যাইতেছেন তাহারা যদি নিজেদের বক্তব্য রেকর্ড করিয়া শুনেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, তাহা কেমন শুনা যায়। রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি করিয়াও কেহ কেহ অন্যদের উপদেশ দিয়া থাকেন। আমরা গায়ে পড়িয়াও মিথ্যা কথা বলিতে শুনি, যাহা প্রায়শই অপ্রয়োজনেও বলা হইয়া থাকে।

ভালো কথা বলিয়া তাহা নিজের ব্যক্তিগত জীবনে চর্চা না করিলে উহা কি অর্থহীন হইয়া পড়ে না? শুধু অর্থহীনই হয় না, বরং মানুষ ভেতরে ভেতরে হাসে। এই সকল কারণেই সমাজ-জীবনে আমরা অসংযম ও অসহিষ্ণুতার সম্মুখীন। এই যে দলে দলে সংঘর্ষ, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ছাত্রসমাজের সংঘর্ষ, মানুষ মানুষের প্রতি বৈরী– ইহার কারণ এই অসহিষ্ণুতা।

মার্কিন রাজনীতির হাওয়া ভালোই বোঝেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনেস্কির আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে। ওয়াশিংটনে গিয়েও রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধে মার্কিন সামরিক সহায়তার কোনো প্রতিশ্রুতি তিনি আদায় করতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট বাইডেন অবশ্য এখনো ইউক্রেনের প্রতি তাঁর সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন। একইভাবে ইউক্রেনের জন্য ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়ের প্রস্তাবে রিপাবলিকানরাও তাঁদের জোর অসম্মতি জারি রেখেছেন। রিপাবলিকানরা এই অর্থছাড়ের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে কঠোর নীতি প্রণয়নের একটা শর্ত জুড়ে রেখেছেন। লিখেছেন **জুলিয়ান জেলিজার**।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনেস্কির আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে। ওয়াশিংটনে গিয়েও রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধে মার্কিন সামরিক সহায়তার কোনো প্রতিশ্রুতি তিনি আদায় করতে পারেননি।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন অবশ্য এখনো ইউক্রেনের প্রতি তাঁর সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন। একইভাবে ইউক্রেনের জন্য ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়ের প্রস্তাবে রিপাবলিকানরাও তাঁদের জোর অসম্মতি জারি রেখেছেন।

রিপাবলিকানরা এই অর্থছাড়ের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে কঠোর নীতি প্রণয়নের একটা শর্ত জুড়ে রেখেছেন।

এই শর্ত ডেমোক্র্যাটরা দ্রুত পূরণ করবেন, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফলে ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ এক রকম অন্ধকার। যদি এই দুই দল শেষ পর্যন্ত ঐকমত্যেও পৌঁছায়ও, তাহলে ধরে নিতে হবে, প্রতি দফা সহায়তা প্রস্তাব পাসে বাইডেনকে কঠোর থেকে কঠোরতর প্রতিরোধ ও পথ রোধের মোকাবিলা করতে হবে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মার্কিন রাজনীতির হাওয়া কোন দিকে, তা খুব ভালোই বুঝতে পারেন। গত সপ্তাহের সংবাদ সম্মেলনে তাঁকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছে। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন, ইউক্রেনের ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনার আশু পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

পুতিন বলেন, ‘ইউক্রেনে যখন আমরা লক্ষ্য অর্জন করব, তখনই কেবল শান্তি আসবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন’ এলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামত করা সম্ভব হবে।

পুতিন দীর্ঘদিন ধরে ওয়াশিংটন ও ন্যাটো মিত্রদের মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরার অপেক্ষায় আছেন। যদিও পুতিন কিছুটা দুর্বোধ্য, তবু কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখেই সম্ভবত তিনি বাজি ফেলেছেন। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান সংশয়, ক্যাপটল হিলে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতানৈক্য এবং মার্কিনিদের নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে মনোযোগ ধরে রাখার অক্ষমতা।

ভিয়েতনাম ও ইরাকের বিপর্যয়কর যুদ্ধের পর বৈদেশিক যেকোনো ইস্যুতে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব দুর্বল বলে ধরে নেওয়া হয়। এই দুই যুদ্ধের পরম্পরায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা মনে করেন, নীতি বিশেষজ্ঞরা বরাবর মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের ওপর পরিচালিত যুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয়।

একটি সামরিক যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রাণহানি ঘটতে পারে, এই ভাবনা গভীরভাবে সাবেক যোদ্ধাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে পীড়া দেয়। তা ছাড়া অভ্যন্তরীণ নানা প্রকল্পকে পাশ কাটিয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এসব যুদ্ধে ব্যয় হচ্ছে, এ কথাও মনে করে থাকেন অনেকে।

ইউক্রেন যুদ্ধের ক্ষেত্রে কেবল এই দ্বিধাদ্বন্দ্বই কাজ করছে, এমনটা বলা যাচ্ছে না। কারণ, ইউক্রেনের সঙ্গে ন্যাটোর নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা শক্তভাবে জড়িত। পুতিনের অভিযান ইউক্রেনেই থামবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।

তবে ইউক্রেনকে সহায়তার পেছনে বৈধতার প্রশ্নে যত অজুহাতই খোঁজা হোক না কেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টকে একটা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। দেশের গণ্ডির বাইরে কোথাও হস্তক্ষেপ বা সামরিক সহায়তা দিতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের জোরালো জনসমর্থন লাগে।

একটা পর্যায়ে এই সমর্থন কমে আসতে পারে এবং আমার ধারণা, ইউক্রেনকে নিয়ে আমাদের আগ্রহ খুব দ্রুতই কমছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি পুতিন বুঝতে পেরেছেন তা হলো, তীব্র রাজনৈতিক মতভিন্নতাকালে কোনো বিষয়ে দুই দলের ঐকমত্যে পৌঁছানোর আশা ক্ষীণ। যদিও সময়-সময় দল দুটি একবিন্দুতে

পুতিন দীর্ঘদিন ধরে ওয়াশিংটন ও ন্যাটো মিত্রদের মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরার অপেক্ষায় আছেন। যদিও পুতিন কিছুটা দুর্বোধ্য, তবু কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখেই সম্ভবত তিনি বাজি ফেলেছেন। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান সংশয়, ক্যাপটল হিলে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতানৈক্য এবং মার্কিনিদের নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে মনোযোগ ধরে রাখার অক্ষমতা।

পৌঁছাতে পেরেছে।

কিন্তু ২০২২-এর ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া যখন ইউক্রেনে সামরিক হামলা চালাল, তার অল্প কিছুদিন পরই দুই দলের মধ্যে বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে।

যুক্তরাষ্ট্র দেশের বাইরে যে কার্যক্রম চালায়, তাকে ক্যাপিটল হিলের অভ্যন্তরে চলা মতানৈক্যের ফল হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

ইউক্রেন ইস্যুতে রিপাবলিকানদের মধ্যে যাঁরা চরমপন্থী, তাঁরা অপেক্ষাকৃত সহনশীলদের আওয়াজ কানে তুলছেন না। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটরা–যাঁদের বড় অংশ ইউক্রেনে সামরিক সহায়তা পাঠানোর পক্ষে, তাঁরাও অনমনীয়। পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি জরিপে দেখা যাচ্ছে, রিপাবলিকান ও রিপাবলিকানপন্থী বৃদ্ধিবৃত্তিক সংগঠনগুলোর ৪৮ শতাংশ মনে করছে, তারা ইউক্রেনকে অতিরিক্ত সমর্থন দিচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার পুতিনকে নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তা আগুনে ঘি ঢালার মতো। তার ওপর তিনি এ-ও বলেছেন যে ইউক্রেনের যুদ্ধ থামাতে সর্বোচ্চ ২৪ ঘণ্টা লাগতে পারে। তাঁর এসব উক্তি পুতিনের আত্মবিশ্বাসকে আরও জোরালো করেছে। তিনি ধরেই নিয়েছেন, ইউক্রেনের দুর্বল প্রতিরোধযুদ্ধের মুখে ট্রাম্পের ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। কিংবা কংগ্রেসের এই বিরোধ জিইয়ে রাখা গেলে ইউক্রেনের যুদ্ধপ্রচেষ্টা আরও নাজুক হয়ে যাবে।

বিদেশনীতির ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য দেশের বাইরে অভিযানের পক্ষে জনসমর্থন ধরে রাখা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। আগের নীতিনির্ধারকেরা সমাজতন্ত্রের শাপশাপান্ত করে বুঝিয়ে দিতেন যে কেন তাঁদের গৃহীত নীতি গুরুত্বপূর্ণ। এখনো এমন কিছু উপায় কার্যকর হতে পারে।

সর্বশেষ যুক্তি হলো, পুতিন নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে মার্কিনিরা কোনো বিষয়ে খুব বেশি সময় মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন না। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সব সময় হুড়মুড়িয়ে নানা ধরনের ঘটনার খবর আসতে থাকে।

জটিল কোনো বিষয় চোখে পড়লে আমরা চোখ নামিয়ে নিই। অপেক্ষা করি নতুন একটি ভাইরাল ভিডিও আসার। মার্কিন রাজনীতিকদের মধ্যে যাঁরা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত, তাঁরা বিষয়টা বুঝে গেছেন। তাঁরা আলোচনায় থাকতে চান এবং চেষ্টা করেন মানুষের আকর্ষণ ধরে রাখতে।

বিদেশনীতির ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য দেশের বাইরে অভিযানের পক্ষে জনসমর্থন ধরে রাখা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। আগের নীতিনির্ধারকেরা সমাজতন্ত্রের শাপশাপান্ত করে বুঝিয়ে দিতেন যে কেন তাঁদের গৃহীত নীতি গুরুত্বপূর্ণ। এখনো এমন কিছু উপায় কার্যকর হতে পারে।

হয়তো এতটা কার্যকর হোয়াইট হাউসও নয়। কারণ হলো তথ্যের প্রাচুর্য, হোক তা অসংগতিপূর্ণ বা খণ্ডিত। দলীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলার চেষ্টা করে থাকে দর্শক যা দেখছেন, তার সবটাই কোনো না কোনো রাজনৈতিক ভাবাদর্শ থেকে উৎসারিত।

কিউবান মিসাইল ক্রাইসিসের সময় প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির সেই বক্তৃতার কথা মনে করুন, কিংবা প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান শীতল যুদ্ধের সময় তাঁর ভাষণে কী কী বলেছেন ভাবুন। তাঁদের এসব বক্তব্য কতটা তাড়িত করেছিল গোটা জাতিকে!

এখন অনলাইনে হাজার হাজার খবরের ভিড়ে এমন ধারার বক্তব্যও হারিয়ে যায়। তারপরও যদি দৈবাৎ কারও চোখে পড়ে, কিছুক্ষণ বাদেই তিনি ওই বিষয়কে পেছনে ফেলে স্ক্রল করে পরের খবরে চলে যান।

ইউক্রেনের পক্ষে সামরিক সহযোগিতার অনুমোদন নিশ্চিতে এই সব বিষয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানরা পুতিনকে ভুল প্রমাণ করতে পারেন। পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে দীর্ঘ মেয়াদে প্রতিশ্রুতি ধরে রাখতে মার্কিনিরা সক্ষম, এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।

শুধু যে পুতিনই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন তা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু-মিত্রদের আরও অনেকেরই নজর আছে এদিকে। তাঁরাও দেখতে চান যুক্তরাষ্ট্র যখন বলে তারা কোনো দেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তার অর্থ কী।

সিএনএন থেকে নেওয়া ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত

জুলিয়ান জেলিজার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক।

জেলেনস্কিকে সহায়তা দিয়ে ফাঁদে আটকা পড়েছেন বাইডেন

স্টিফেন ব্রায়েন

রিপাবলিকানরা অভিযোগ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন কিংবা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি কেউই বলছেন না, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেন কীভাবে জিতবে কিংবা ইউক্রেন এগিয়ে যাবে তার পরিকল্পনাই–বা কী।

মেক্সিকো সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা চালু করার যে দাবি রিপাবলিকানরা করে আসছেন, তার অগ্রগতির ক্ষেত্রেও রিপাবলিকানরা খুশি নন। সে কারণেই মার্কিন আইনসভার দুই কক্ষেই ইউক্রেনের জন্য পদক্ষেপগুলো অচলাবস্থার মধ্যে পড়েছে। বড়দিন ও নববর্ষের ছুটি শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এ বিষয়ে অগ্রগতি ঘটার সুযোগ নেই।

বাইডেন প্রশাসনের ইউক্রেন সমস্যাটি এখন অর্থায়ন জোগানোর চেয়েও গভীর সমস্যা।

আইনপ্রণেতারা এখন বুঝতে পারছেন, এই যুদ্ধে জেতা যাবে না। তাঁরা এ ব্যাপারে অবাক হচ্ছেন, জেলেনস্কিকে সমর্থন দেওয়ার মধ্য দিয়ে বাইডেন প্রশাসন কি ফাঁদে আটকা পড়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অনেকের কাছে এটা এখন খুব বাজে ব্যাপার, যে যুদ্ধে জেতা যাবে না সেই যুদ্ধে কেন জেলেনস্কিকে সমর্থন দেওয়া হবে।

মাসের পর পর ধরে কিয়েভ ও ওয়াশিংটনে বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার করে আশ্বস্ত করার পরও জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন যেকোনো সমরনেতার পক্ষেই এই তত্ত্ব বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে ইউক্রেন যুদ্ধে জিতবে।

আইনপ্রণেতারা প্রায় দুই বছর ধরে এ যুক্তি শুনতে শুনতে এখন উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন যে বাইডেন প্রশাসন তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

গত গ্রীষ্মে ইউক্রেনের চালানো আক্রমণ অভিযানের অবস্থা দেখেই অনেকে এই যুদ্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান। যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর দেওয়া প্রশিক্ষণ ও ব্যাপক গোয়েন্দা সমর্থন পাওয়ার পরও রাশিয়ানদের কাছে বড় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে ইউক্রেনীয়দের। কেবলমাত্র অতি নগণ্য কিছু জয় তারা পেয়েছে।

জেলেনস্কি এখনো যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ধরনা দিচ্ছেন এই দাবি নিয়ে যে আক্রমণ অভিযানে ইউক্রেন অনেক বিজয় অর্জন করতে পেরেছে এবং রুশ জেনারেল সুরোভিকিনের গড়া প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙে দিয়েছে। আগে সেটা হলেও হতে পারে, বর্তমানে এই যুক্তির কোনো সত্যতা নেই।

সামনে আরও বড় হাঙ্গামা অপেক্ষা করছে। পেন্টাগন থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আন্টনিও আগুতো জুনিয়রকে ইউক্রেনকে পাঠানো হয়েছে। ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর ছায়া কমান্ডার হিসাবে তাঁকে পাঠানো হচ্ছে। মূলত বর্তমান কমান্ডারের জায়গায় তাঁকে বসানো হবে। এর অর্থ হচ্ছে, ইউক্রেনের স্থল অভিযানের প্রধান ওলেকসান্দ্রা সিরিস্কির জায়গায় আগুতোকে বসানো হবে।

আগুতোর নির্দেশনা পরস্পরবিরোধী। একদিকে তিনি ইউক্রেনীয়দের ‘ধরে রাখা ও নির্মাণ করা’ কৌশলনীতিতে পরিচালনা করতে চাইছেন। অন্যদিকে তিনি জেলেনস্কিকে সংঘাত স্থগিত রাখতে বলছেন, কমপক্ষে সেটা আসন্ন বসন্তকাল পর্যন্ত।

‘ধরে রাখার’ অর্থ হচ্ছে সামনে অগ্রসর না হওয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু ইউক্রেনের অধীন যতটা ভূখণ্ড আছে, তার ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। এই চিন্তা এরই মধ্যে মাঠে মারা গেছে। কেননা, বেশির ভাগ নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে রাশিয়ানরা সামনে এগোচ্ছে।

রুশ বাহিনী এরই মধ্যে ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে থাকা দোনেৎস্ক অঞ্চলের ছোট্ট শহর ম্যারিনকায় প্রবেশ

করেছে। একই অঞ্চলের আভদিভকা শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে রুশ বাহিনী এবং শহরটির কিছুটা অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণও নিয়ে নিয়েছে।

ইউক্রেনের সেনাবাহিনীতে এখন ব্যাপক জনবলসংকট দেখা দিয়েছে। শূন্যস্থান পূরণে তারা নানা কদাকার ও কালো কৌশল গ্রহণ করেছে। বড় শহরগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কিছু অভিজাত সম্প্রদায়ের (রাশিয়ানরা যাদের নমেনক্লাটুরা বলে) ছেলেমেয়েদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

জেলেনস্কি সরকার তাদের সুরক্ষিত রেখেছে।

বাখমুতের চিত্রও ভিন্ন নয়। বাখমুতে বড় যুদ্ধের সময় শহরের বাইরে যেসব গ্রাম ইউক্রেন বাহিনী করায়ত্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো তাদের কাছ থেকে পুনর্দখল করে নিচ্ছে রুশ বাহিনী। তারা শিগগিরই ইউক্রেনীয় বাহিনীর প্রধান একটি রসদভান্ডার চাসিভ ইয়ারের দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছে।

একইভাবে জাপোরিঝিয়া অঞ্চলের যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ানরা এখন রোবোটাইন এলাকায় চাপ তৈরি করেছে। ছোট এই গ্রাম কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রুশ বাহিনীর সাফল্য নির্ভর করছে কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামটি রক্ষা করার জন্য ইউক্রেনীয়রা কতজনের প্রাণ আত্মত্যাগ করতে রাজি হয় তার ওপর।

এ কারণেই ‘ধরে রাখা’ নীতি কোনোভাবেই সুসংগত কৌশলনীতি নয়। এর বিপরীতে জেলেনস্কির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইউক্রেনীয় বাহিনীর বর্তমান সেনাপ্রধান ভ্যালেরি জালুঝনির প্রস্তাব হলো, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইউক্রেনীয় বাহিনীকে সংহত করে একটি সত্যিকারের প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করা। অবশ্য জেলেনস্কি নিজে এই প্রস্তাবে আগ্রহ দেখালেও তিনি বাখমুত ও আভদিভকায় যুদ্ধ চালিয়ে নিতে জোর দিচ্ছেন।

‘নির্মাণ করো’ ধারণাটি যুক্তরাষ্ট্রের। চলমান যুদ্ধে যেভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য তারা ইউক্রেনীয় বাহিনী পুনর্গঠন করার ধারণাটি সামনে নিয়ে এসেছে। নির্মাণের অর্থ হলো, ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর জন্য একদিকে নতুন জনবল নিয়োগ দেওয়া, অন্যদিকে তাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাজ্জিত করা।

ইউক্রেনের সেনাবাহিনীতে এখন ব্যাপক জনবলসংকট দেখা দিয়েছে। শূন্যস্থান পূরণে তারা নানা কদাকার ও কালো কৌশল গ্রহণ করেছে। বড় শহরগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কিছু অভিজাত সম্প্রদায়ের (রাশিয়ানরা যাদের নমেনক্লাটুরা বলে) ছেলেমেয়েদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

জেলেনস্কি সরকার তাদের সুরক্ষিত রেখেছে।

এর কারণ হচ্ছে, সমাজতন্ত্র বিদায় নিয়েছে তার মানে এই নয় যে ইউক্রেনের অতি দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাত সম্প্রদায় বিদায় নিয়েছে কিংবা রাশিয়ার থেকে কোনো অংশে তাদের সংখ্যা কম। এই শ্রেণির লোকদের ওপর যখন কোনো চাপ দেওয়া হবে, তখন গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা তৈরি হবে।

এদিকে ইউক্রেনে নির্বাচন হচ্ছে না বলে একটা অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। গত সপ্তাহে জেলেনস্কির দলের নেতা ডেভিড আর্কহামিয়া ইউক্রেনীয় পার্লামেন্টে বিদ্রোহ করার কথা বলেন। উল্লেখ্য, আর্কহামিয়া প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির মুখপাত্র হিসেবেই পরিচিত। অনেক আইনপ্রণেতা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইউক্রেন ছেড়ে চলে যেতে চান। অনেকে এর মধ্যে ইউক্রেন ছেড়েও গেছেন।

এসব কারণেই লেফটেন্যান্ট জেনারেল আগুতো ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিতে পারবেন অথবা ইউক্রেন সরকারের হারানো আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে পারবেন, সেটা ভাবা খুব কঠিন।

স্টিফেন ব্রায়েন সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসি ও ইয়র্কটাউন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

খণ্ডঘোষের কৈয়ড় অঞ্চলে দুয়ারে শিবির

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার। অষ্টম দফার দুয়ারে সরকারে রাজ্যজুড়ে কয়েক লক্ষ শিবির তৈরি করা হবে বলে জানা গেছে, তাতে বিভিন্ন ধরনের সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। এবারের দুয়ারে সরকারে এই প্রথম শস্য চাষের সহযোগিতার জন্য আবেদন জানানোর সুবিধা থাকছে, এই বিষয়ে আবেদন নেওয়া হবে আগামী ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং পরিষেবা প্রদান শেষ হবে আগামী ৩১ জানুয়ারি। শনিবার দুয়ারে সরকার শিবির অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের কৈয়ড় গ্রাম পঞ্চায়েতের তোড়কোনা এমএসকে বিদ্যালয়ের ময়দানে।

দুয়ারে সরকার শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপশি খাদ্য সাথী, স্বাস্থ্য সাথী এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়। দুয়ারে সরকার শিবির উপলক্ষে হাজির হয়েছিলেন খণ্ডঘোষ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক অভিক কুমার ব্যানার্জী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর সফিকুল ইসলাম। দুয়ারে সরকার শিবিরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে হাজির ছিলেন কৈয়ড় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শাজাহান মন্ডল, উপপ্রধান টুম্পা বাগ,পঞ্চায়েত সদস্য রিপন মুন্সী, নিবেদিতা পন্ডিত, আগমনী চক্রবর্তী দলুই সহ অনেকে।

দুয়ারে শিবির পরিদর্শনে অতিরিক্ত জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মহিষাদল

আপনজন: মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত লক্ষ্যা ২ গ্রামপঞ্চায়েতে অষ্টম পর্যায়ের "দুয়ারে সরকার " ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন জেলা পরিষদের সেক্রেটারি তথা অতিরিক্ত জেলাশাসক অনির্বাণ কোলে ও এলাকার বিধায়ক তিলক কুমার চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি শুভ সিংহ রায়, মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিউলি দাস, মহিষাদল ব্লকের কার্যনির্বাহী আধিকারিক বরুনাশিস সরকার, জেলা পরিষদের সদস্যা সীমা মাইতি, মহিষাদল ব্লকের যুগ্ম কার্যনির্বাহী আধিকারিক বনমালী হালদার, প্রধান সুদর্শন মাইতি। অষ্টম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শন করে অনির্বাণ কোলে বলেন, এলাকার উপভোক্তারা অষ্টম পর্যায়ে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে বিভিন্ন প্রকল্পে আবেদন করার সুযোগ সঠিক ভাবে পাচ্ছে কিনা তার জন্য শিবির পরিদর্শন করতে আসা। এলাকার উপভোক্তাদের কাছে তিন জিজ্ঞাসাবাদ ও করেন বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা অসুবিধার কথা। ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা যদি বিপদে পড়েন তবে তাঁর পরিবারের খেয়াল রাখবে রাজ্য সরকার এমনটাই জানালেন।

অপর দিকে গ্রামপঞ্চায়েতের তরফে একটি মাতৃ কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।সেটিও পরিদর্শন করে দেখেন ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের এই দুয়ারে সরকার।

বাংলাদেশের বিজয় দিবস পালন বহরমপুরে

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় হল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের "বিজয় দিবস" উদযাপিত হল শনিবার বহরমপুরে। প্রসঙ্গত ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মরণপণ যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করেছিল প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর ৯২ হাজারেরও বেশি পাকিস্তানি সেনা ভারতীয় ও বাংলাদেশী বাহিনীর যৌথ কমান্ডের সামনে আত্মসমর্পন করে। ঐতিহাসিক এই জয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। ১৯৭১-এর এই ঘটনাকে স্মরণে রেখে প্রতি বছর ভারতীয় সেনাবাহিনীর বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মীরা এই দিনটি উদযাপন করে।অনুষ্ঠানে বিজয় স্মারকে ১৯৭১-এর যুদ্ধের বীর সেনানীদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। শনিবার বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ এক্স সার্ভিস ম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পদযাত্রা শেষ হয় ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানের সামনে। সেখানে সিপাহী বিদ্রোহের শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়। ১৯৭১ এর মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে যোগদেন বহরমপুরের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীও ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পর্যটনে জোর দিতে সেজে উঠছে মুর্শিদাবাদ পৌরসভা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন:পর্যটনের উপর জোর দিয়ে মুর্শিদাবাদ পৌরসভার উন্নয়নের পথে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর, মুর্শিদাবাদ পৌরসভা সাজতে চলেছে নতুন ভাবে।

শনিবার রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব জলি চৌধুরীর মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন পৌরসভা পরিদর্শনের পর এমনই চর্চা শুরু হয়েছে জেলার পর্যটন মহলে। শনিবার তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন পৌরসভা পরিদর্শন করেন এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান সহ পৌর বোর্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। যার মধ্যে মুর্শিদাবাদ পৌরসভায় আলাদাভাবে পর্যটনের বিষয় উঠে আসে। মুর্শিদাবাদ পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ধর জানান, 'বিভিন্ন পৌরসভার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ পৌরসভায় রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব জলি চৌধুরী পৌরসভার চেয়ারম্যান সহ পৌর বোর্ডের সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করেন। মুর্শিদাবাদ শহর যেহেতু নবাবের শহর তথা পর্যটনের শহর, তাই পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে মুর্শিদাবাদ পৌরসভার উন্নয়নে জোর দিতে চাইছে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। গত তিন মাস থেকে পৌরসভার উদ্যোগে আমরা যে সব নতুন কাজগুলো শুরু করেছি, তাতে অতিরিক্ত সচিব জলি চৌধুরী অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। আমরা তার কাছে বিভিন্ন প্রস্তাব রাখি, তিনি সেই সমস্ত প্রস্তাব গুলোকেও সাধুবাদ জানান। পাশাপাশি পর্যটনের মানচিত্র আরও উৎকৃষ্ট করতে আরও বেশি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য তিনি প্রস্তাব রাখেন আমাদের কাছে। পর্যটনকে সামনে রেখেই মুর্শিদাবাদ পৌরসভাকে পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণভাবে বেছে নিতে চাইছে। আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। পর্যটনের উন্নতিতে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সর্বদা মুর্শিদাবাদ পৌরসভার সঙ্গে রয়েছে বলে মাননীয় জলি চৌধুরী জানান আমাদের।'

শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলায় রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব তথা নগরোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক জলি চৌধুরী বিভিন্ন পৌরসভা পরিদর্শন করার পর থেকে জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুর্শিদাবাদ শহরে পর্যটনের মানচিত্র আরও নতুন মাত্রা লাভ করবে বলে আশা করছে জেলার পর্যটন মহল।

ভগবানগোলায় কিষান মান্ডিতে ধান কেনা নিয়ে বিক্ষোভ ধান চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভগবানগোলা

আপনজন: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কাজ চলছে বিভিন্ন কিষাণ মান্ডিতে। এক কুইন্ট্যাল ধানের দাম ২২০৩ টাকা। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলায় কিষাণ মান্ডিতে কৃষকদের একই দামে অতিরিক্ত ধান বিক্রি করতে চাপ দেওয়া হচ্ছে।

এই অভিযোগ তুলে শনিবার কিষাণ মান্ডিতে বিক্ষোভ দেখালেন কৃষকরা।

মিল মালিক ও সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের আঙুল তোলেন তাঁরা। ধানের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে এই অতিরিক্ত ধান বিক্রির জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। কিন্তু একই দামে অতিরিক্ত ধান বিক্রি না করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন কৃষকরা। তার প্রতিবাদে ওই কিষাণ মান্ডিতে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান কৃষকরা।কৃষক বাজারে চলছে ন্যায্য মূল্যে ধান ক্রয়ের কার্যকারিতা। এই ধান ক্রয়ের মাধ্যমে দেখা গেল নিয়মের মাঝেই কিছুটা অনিয়মের ছবি। কুইন্টাল প্রতি পাঁচ কেজি করে বেশি ধান নেওয়ার অভিযোগ উঠল ধান ক্রেতাদের বিরুদ্ধে। ঠিক এই ঘটনা নিয়ে রীতিমতো সরব হয়ে ওঠে চাষিরা। এই ঘটনা মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা ২ নম্বর ব্লকের , রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার যেখানে প্রকাশ করছেন স্বচ্ছ ভাব মূর্তি আনার তারপরেও কেন সরকারি আধিকারিকরা সেই বিষয়ে কোনো কর্ণপাত করছেন না জনসাধারণের পাশে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়ালেও দাঁড়াচ্ছে না কিছু সরকারি আধিকারিকরা। একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। চাষীদের আরও অভিযোগ, রাইস মিলের মালিকেরা এখানে ধান কিনতে আসছেন তাদের নিজস্ব লরিতে ধান কিনতে এলেও আমাদেরকেই শ্রমিকের টাকা দিতে হয়। চাষিরা সরকারের প্রতি আবেদন রাখেন অবিলম্বে যেন এর একটা সুরাহা হয়।

হাইকোর্টের আদেশে কাঁঠালবেড়িয়ায় হল পঞ্চায়েত প্রধান গঠন

জাহেদ মিস্ত্রী ● বাসন্তী

আপনজন: নানা টালবাহানার পর অবশেষে হাইকোর্টের নির্দেশে শুক্রবার বাসন্তীর কাঁঠালবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল। এদিন এই নির্বাচনকে ঘিরে যাতে এলাকায় কোনরকম অশান্তি না ছড়ায় সে কারণে প্রচুর পরিমাণে পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল এলাকায়। এদিন প্রধান নির্বাচিত হন মিনারা গাজী এবং উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন রিঙ্কু সর্দার। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর রাজ্যের সমস্ত প্রান্তেই প্রায় পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হলেও তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদের জেরে বাসন্তী ব্লকের কাঁঠালবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া থমকে যায়। বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল প্রশাসন। আর সেই কারনেই স্থগিত ছিল প্রধান, উপপ্রধান নির্বাচন প্রক্রিয়া। এদিকে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন না হওয়ায় প্রতিদিন নানা ধরনের সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল এলাকার সাধারণ মানুষকে। এ বিষয়ে কিছুদিন আগে জনস্বার্থে মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। মাসুদা বৈদ্য নামে এক মহিলা মামালা করেন উচ্চ আদালতে। সেই মামলার শুনানিতে গত ৪ঠা ডিসেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহ ১৫ই ডিসেম্বর এই পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচনের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ মেনেই এদিন প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন হয়।

রক্তদান শিবির আশার আলো সংস্থার

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: মুমূর্ষু রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে এবং রক্ত সংকটে মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে এল আশার আলো ফাউন্ডেশন। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের খিলকাপুর অঞ্চলের শুড়িপুকুরে রক্তদান উৎসব, মশারী, হুইলচেয়ার সহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় এই সংগঠনের পক্ষ থেকে। রোগীদের পাশে থাকার বার্তা রাখেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। তিনি বলেন, এই ধরনের জনহিতকর কর্মসূচি আশার আলো ফাউন্ডেশন খুব সুন্দর ভাবে পরিচালিত করছে। উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ , এই কর্মসূচির মুখ্য সংগঠক রবিউল ইসলাম,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জ্যোতি চক্রবর্তী,বারাসাত ১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাজীব দত্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি গিয়াসউদ্দিন মন্ডল, ডাঃ এ রাজ্জাক, হাজী মনুয়ার আলি, পূর্ব খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হাজী আরিফ গাজী, পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিতা মন্ডল,মধুমিতা ভুক্ত, রবিউল মন্ডল প্রমুখ।

তৃণমূল কোর কমিটির বৈঠক রামপুরহাটে

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● রামপুরহাট

আপনজন: কে হবেন ব্লক সভাপতি। সেই নিয়ে বৈঠক করলো জেলা কোর কমিটি। তৃণমূল জেলা কোর কমিটি জানালো জেলার চারটি ব্লকে ব্লক সভাপতি পরিবর্তন হবে। শনিবার বিকেলে রামপুরহাটে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে কোর কমিটির একটি বৈঠক বসে। সেই বৈঠকের পর তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান নলহাটি ২ নং ব্লক, মুরারই ২ নং ,খয়রাশোল এবং দুবরাজপুর এই চারটি ব্লকে নতুন করে নেতৃত্ব আসবে।

কিছু কিছু জায়গায় ব্লক সভাপতি পরিবর্তন হবে। কিছু জায়গায় সহমত না হলে পাঁচ জন বা সাত জনের একটি করে কমিটি করা হবে। সে ক্ষেত্রে খয়রাশোল ব্লকে যিনি ব্লক সভাপতি আছেন কাঞ্চন অধিকারী, তার বিরুদ্ধে আছে অধিকাংশ মানুষের জনমত । তাই ফাইভ ম্যানস কমিটি করারই একটি পরিকল্পনা করা হচ্ছে। দুবরাজপুরের ক্ষেত্রেও কমিটি গঠনের জন্য রাজ্যের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে। কিন্তু সব চেয়ে আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে সেটা নলহাটি ২ নম্বর ব্লককে কেন্দ্র করে। কারণ নলহাটি দু'নম্বর ব্লককে নিয়ে কোর কমিটির বৈঠকের পর বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায় সহ তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের লোক জনদের ডাকা হয়েছিল। তাদের মতামত নেওয়ার জন্য। সে ক্ষেত্রে অনেকেই নতুন নতুন নাম প্রস্তাব করেছেন। আবার নিজেকেই ব্লক সভাপতি করতে চেয়ে দলের কাছে নাম পাঠিয়েছেন। কোর কমিটির বৈঠকের পর আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত নাম এবং তাদের সমস্ত দাবি রাজ্য কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য কমিটি যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেই সিদ্ধান্তের জন্যই আমরা অপেক্ষায় রইলাম। তবে দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে নলহাটি দু'নম্বর ব্লকে কম পক্ষে তিন জনের নাম একাধিক জন প্রস্তাব করেছেন। কয়েক জন নিজেকে ব্লক সভাপতি হিসেবে দেখতে চেয়ে সেই দাবিও জানিয়েছেন। তবে ব্লক সভাপতি কে হবেন তার জন্য মাত্র কয়েকদিন অপেক্ষায় থাকতে হবে।

৬৪ তম আন্তর্জাতিক শিক্ষা শিবির শুরু হতে চলেছে বীরভূমে

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: বীরভূমে শুরু হতে চলেছে ৬৪ তম আন্তর্জাতিক শিক্ষা শিবির। সর্বভারতীয় শিশু কিশোর কল্যাণ সংগঠন সব পেয়েছির আসরের ৬৪ তম বার্ষিক শিক্ষা শিবিরে আয়োজন করা হয়েছে দীক্ষা সব পেরেছি আসরের ব্যবস্থাপনায় ২৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর২০২৩ মল্লারপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে।

সব পেরেছি আসরে বিভিন্ন জেলার রাজ্য ও দেশ থেকে প্রায় ৬ ০০ সোনার কাঠির ভাই বোন দের নিয়ে এই অনুষ্ঠান। এবং এই শিবিরে শিক্ষা শিক্ষামূলক পাশাপাশি শরীর চর্চা নৃত্য গান বাজনা ব্রতচারী সবটাই থাকছে । কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের প্রতিনিধিদের যোগদানের লাভ করবে। ২৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ শিক্ষা শিবির পরিদর্শনের জন্য সকলকে আমন্ত্রিত জানানো হয়েছে, আশা করি এই দিনে এই শিবির পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভাই-বোনদের উৎসাহিত করবে আপনার ওই সহযোগিতা এই শিবির পূর্ণতা লাভ করুক কামনা মল্লারপুর নঈসুভা। অনুষ্ঠান সূচি ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ সমবেত মল্লারপুর উচ্চ বিদ্যালয় ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩ অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা বৈকাল তিন ঘটিকায় স্থান মল্লারপুর উচ্চ বিদ্যালয়। ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ শোভাযাত্রা রচনা সকাল ৯ ঘটিকায় মল্লারপুর উচ্চ বিদ্যালয় ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ অনুষ্ঠান বিকাল ৩ ঘটিকায় সমাপানী। ৬৪তম আন্তর্জাতিক শিক্ষা শিবির অভ্যর্থনা কমিটি পক্ষ থেকে সকলকে এই অনুষ্ঠানটি দেখার আহ্বান জানান সভাপতি দীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও সম্পাদক সাধন সিংহ।

ইলেকট্রনিক্স দোকানে আগুন

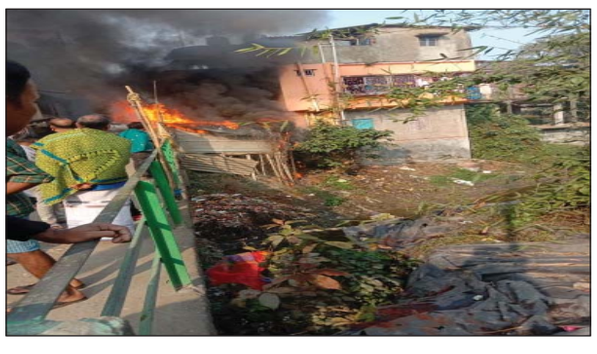

ওবায়দুল্লাহ লস্কর ● উস্তি

আপনজন: ঘটনাটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার উস্তি থানার উস্থি বাজার পোলের পাশ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় পলির পাশে একটি দোকান রয়েছে যার নাম গোরার ইলেকট্রনিক্স। দোকানটি ছোট হলেও কয়েক লক্ষাধিক টাকার টিভিসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স জিনিস ছিল, সম্পূর্ণ পড়ে ভস্মীভূত হয়েছে বলে খবর।

দুপুরে যখন কেউ ছিল না তখন হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। রাস্তার ধারে আগুনে পুড়ছে দেখে এলাকা লোকজন চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে, খবর যায় উস্তি থানায় অস্থি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভাবার কাজে হাত লাগায়, থানার পক্ষ থেকে খবর দেয়া হয় দমকলে, দমকল এসে আগুন নেভায় বর্তমানে আগুন নিভে গেলেও ধোঁয়া ছড়াচ্ছে এলাকায়। তবে কি কারণে আগুন লাগল তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

২০০ জন মানুষকে কম্বল প্রদান মানবতা সোসাইটির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ২০০ জন মানুষের হাতে নতুন কম্বল তুলে দিল মানবতা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। শীতের রাতে শিয়ালদহ, সোনারপুর, ঢাকুরিয়া এবং বালিগঞ্জ স্টেশনের প্লাটফর্মে রাত কাটানো অসহায়, সম্বলহীন মানুষদের পাশে দাঁড়াতে দক্ষিণ বারাসাত মানবতা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আগামীকাল ১৪ই ডিসেম্বর মধ্য রাত থেকে ১৫ ডিসেম্বর ভোর রাত পর্যন্ত প্রায় ২০০ জনকে কম্বল উপহার দেয়া হয়। এবিষয়ে মানবতা গ্রুপের সহ-সভাপতি রাজা সেনবক্সী বলেন " আমরা প্রতি বছরের মতো এবছরও এই প্রচন্ড ঠান্ডা থাকে অসহায় শীতার্তদের জন্য কম্বল বিতরণের ব্যবস্থা করি, আমরা বেছে বেছে যাদের কাছে ঠান্ডা হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার মত কিছু ছিল না এমন প্ল্যাটফর্মে বা ফুটপাতে থাকা ২০০ জনার হাতে নতুন কম্বল তুলে দিয়েছি এছাড়াও পুরো শীত জুড়ে আমরা প্রায় ৫০০টি কম্বল বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি'।

দলুয়াখাকিতে ত্রাণ শিক্ষা অধিকার মঞ্চের

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানর দলুয়াখাকী গ্রামে উত্তর ২৪ পরগনার জেলার থেকে শিক্ষা অধিকার মঞ্চ পক্ষথেকে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল দলুয়াখাকী গ্রামে ত্রাণ নিয়ে এলেন। গত১৩ নভেম্বর সাতসকালে সাইফুদ্দিন লস্কর খুন হয়,সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনার স্থল থেকে ৫ কিলোমিটার দলুয়াখাকী গ্রামে দুষ্কৃতকারীরাদের দ্বারা অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দলুয়াখাকী গ্রামে লস্কর পাড়ায় বাড়ি ঘর পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এইসময় বিভিন্ন সংগঠন এই দলুয়াখাকী অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে,তেমনি উত্তর ২৪ পরগনার জেলার শিক্ষা অধিকার মঞ্চ থেকে পাঁচ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ৩৩ জন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ালেন।৩৩ টি পরিবারের হাতে নিজেরাই এই ত্রাণ তুলে দিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা অধিকার মঞ্চ থেকে অধ্যপক উত্তম দত্ত , অধ্যপক নিলয় কুমার সাহা, অধ্যপিকা সবিতা চৌধুরী, শিক্ষিকা তুষারকনা মন্ডল ব্যানার্জী, সমাজ সেবিক মিনাল মুখ্যার্জী প্রমুখ।

হাই স্কুলে দুয়ারে শিবির

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: শনিবার উলুবেড়িয়া-১নং মহেশপুর হাইস্কুলে অষ্টম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার শিবির হয়। উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক, আজিজুল ইসলাম মোল্লা, চম্পা সামন্ত, মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পূজা মাখাল,উপ-প্রধান সেখ সাহাবর,দীপঙ্কর ঘোষ,সেখ মুজিবর রহমান, ব্লকের কর্মী নাজির হোসেন মিদ্দে, সৌনাক গাঙ্গুলি,এম ডি ফিরোজ, সুবীর গিরি প্রমুখ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি
- নিবন্ধ: ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রতীক কেফিয়াহ
- অণুগল্প: হয়তো একদিন..
- গল্প: ফোনটা কেটে গেলো
- ছড়া-ছড়ি: ক্ষুধার্ত শিক্ষা

আপনজন ■ রবিবার ■ ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রতীক

কেফিয়াহ

১৯৩০ সালের বিদ্রোহের পর, কেফিয়াহ ফিলিস্তিনি জাতি পরিচয়ের একটি অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। আজ, গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে এর তাৎপর্য আবারো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এমনকি এই স্কার্ফটি নানা সময়ে বিতর্কের মুখেও পড়েছিল। যার কারণে বিশ্বের কিছু দেশে কেফিয়াহ নিষিদ্ধ করা হয়। যেমন, জার্মানির রাজধানী বার্লিনের কিছু স্কুলে কেফিয়াহ পরা নিষিদ্ধ ছিল। লিখেছেন **ফৈয়াজ আহমেদ.**

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলা এবং পরবর্তীতে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের বোমা হামলার কারণে ফিলিস্তিনে মৃত্যু ও ধ্বংসের অনেক গল্প বেরিয়ে এসেছে। ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে চলছে বিক্ষোভ ও মিছিল। ফিলিস্তিনি জনগণের পক্ষে এসব মিছিলে বিক্ষোভকারীদের ঐতিহ্যবাহী কেফিয়াহ নামক বিশেষ ধরনের স্কার্ফ পরতে দেখা যায়। ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানাতে কেউ এই স্কার্ফটি তাদের গলায় জড়ায়, কেউবা মাথায় বাঁধে। এই স্কার্ফ অন্য কাপড়ের চাইতে এতটাই আলাদা যে চাইলে এর থেকে নজর সরানো কঠিন। এ কারণে এই স্কার্ফটির গুরুত্ব সাধারণ সুতির কাপড়ের চাইতে অনেক অনেক বেশি।

বেশিরভাগ ফিলিস্তিনিদের কাছে কেফিয়াহ হল তাদের সংগ্রাম ও প্রতিরোধের প্রতীক। এটি এক ধরনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক হাতিয়ার, যা গত ১০০ বছরে ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এমনকি এই স্কার্ফকে ফিলিস্তিনের 'বেসরকারি পতাকাও' বলা হয়। কিন্তু কেফিয়াহ কোথা থেকে এসেছে? এই বিশেষ স্কার্ফের পেছনের গল্প কী? কখন এটি এতটা প্রতীকী হয়ে উঠল এবং আজ এই স্কার্ফ কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

কেফিয়াহর উদ্ভব

এই পোশাকের উৎপত্তি ঠিক কোথায় তা একদম নিশ্চিত করে বলা যাবে না। অনেক ইতিহাসবিদদের মতে, এই স্কার্ফ ব্যবহারের চর্চা শুরু হয়েছিল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইরাকের কুফা শহর। সেই শহরের নাম থেকেই স্কার্ফটির নাম হয়ে যায় কেফিয়াহ। কারো কারো মতে এই স্কার্ফ আরো প্রাচীন আমল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। সম্ভবত ইসলাম বিস্তার লাভের আগেও কেফিয়াহর অস্তিত্ব ছিল।

সত্য যাই হোক না কেন, বাস্তবতা হল সময়ের সাথে সাথে বছরের পর বছর ধরে কেফিয়াহর ব্যবহার বেড়েছে। তবে এর পেছনের কারণ সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক নয়, বরং বাস্তবিক কারণে এর ব্যবহার বেড়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, কৃষক এবং আরব বেদুইনরা (যাযাবর আরব) সূর্যের প্রচণ্ড তাপ, গরম বাতাস, মরুভূমির বালি এবং ঠাণ্ডা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য কেফিয়াহ পরিধান করতেন। অবশ্য শহরগুলোয় ফিলিস্তিনিদের এই স্কার্ফ তেমনটা পরতে দেখা যায়নি। শহুরে মানুষেরা আরো বেশি 'কেতাদুরস্ত ও মার্জিত' পোশাক পরতে পছন্দ করতেন। সে সময় শহরে 'ফেজ' নামক লাল রঙের টুপি পরার প্রথা প্রচলিত ছিল, যা কিনা টারবুশ নামেও পরিচিত। এই টুপিটি কিছুটা ঝুড়ির মতো যার মাঝ বরাবর একটি ট্যাসেল ঝোলানো থাকে।

এই টুপিটি মূলত অটোমান সাম্রাজ্যের শাসক দ্বিতীয় মাহমুদের শাসনামলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ১৯৩০-এর দশকে ফিলিস্তিনি সমাজে কেফিয়ার একটি আলাদা অর্থ হয়। তখন থেকে কেফিয়াহর গুরুত্ব বাড়ার সাথে সাথে এর ব্যবহারও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৬ সালের বিদ্রোহ ১৯৩০-এর দশকে ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলো ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর লিগ অফ নেশনস ফিলিস্তিনসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ অঞ্চলের প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্রিটেনকে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ফিলিস্তিন ১৯২০ থেকে

১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে ছিল।

এই সময়কালে ব্রিটেনের আধিপত্য স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে ব্রিটিশরা ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের রাজনৈতিক আন্দোলন জায়নবাদী বা ইহুদিবাদী প্রকল্পকে সমর্থন করছে। ইউরোপে যখন ইহুদিদের ওপর অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন থেকে বিপুলসংখ্যক ইহুদি বসতি স্থাপনকারী ইউরোপ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে আসতে শুরু করে। তখন থেকে ওই অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আরবদের বিদ্রোহ শুরু হয়, যা 'মহান আরব বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহ ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল এবং এই সময়কালে এই অঞ্চলে ব্যাপক সংঘাত-সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ওই সংগ্রামে কেফিয়াহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইতিহাসবিদ জেন টাইনানের সারা বিশ্বে কেফিয়াহর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন, তিনি বিবিসি নিউজকে বলেন, 'ফিলিস্তিনিরা ব্রিটিশদের উপস্থিতির কারণে খুব হতাশ হয়ে পড়ছিল। তখন কারা কারা প্রতিরোধ করছিল তাদের চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। এতে বিদ্রোহীদের পক্ষে চলাফেরা করা ও তাদের কার্যকলাপ চালানো সহজ হয়ে যায়। তখন থেকে কেফিয়াহ বেশ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এবং এই স্কার্ফটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করার কৌশলের অংশ হয়ে ওঠে'। ১৯৩৮ সালে বিদ্রোহী নেতারা শহরে বসবাসকারী সমস্ত আরবদের কেফিয়াহ পরিধান করার নির্দেশ দেন। বলা হয়যে, ব্রিটিশরা পরে এই স্কার্ফটি নিয়ে এতটাই বিচলিত হয়েছিল যে তারা কেফিয়াহ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা তাতে সফল হয়নি। আ সোশিও পলিটিকাল হিস্ট্রি অফ কেফিয়াহর লেখক অনু লিঙ্গালার মতে, কেফিয়াহ একটি কার্যকর সামরিক কৌশলের অংশ ছিল, কিন্তু এটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ প্রদর্শনের প্রতীকও হয়ে ওঠে। তার মতে, 'তিনি বলেছেন যে ১৯৩৮ সালে এই স্কার্ফটি ফিলিস্তিনি সংস্কৃতিতে গুরুত্ব পেয়েছে। একে ফিলিস্তিনি সংস্কৃতির একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসাবেও বিবেচনা করা হয়। কারণ তাদের নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ থাকলেও নতুন বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী অভিযানে তারা সব পার্থক্য ভুলে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছে।'

জেন টাইনানের মতে, সেই সময় থেকে কেফিয়াহ ফিলিস্তিনিদের অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ন্যায়বিচার, ঐক্য এবং সংহতির একটি দৃশ্যমান প্রতীক হয়ে ওঠে।

তার মতে, 'এটা ছিল বিদ্রোহীদের বলার একটা উপায় যে আমরা সবাই তোমাদের সাথে আছি।'

কেফিয়াহ কী?

প্রকৃতপক্ষে, কেফিয়াহ বিভিন্ন রঙ এবং ডিজাইনের হয়। এরমধ্যে সাদাকালো কেফিয়াহ ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়।

এর তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো হল জলপাই পাতা, লাল রং ও কালো রেখা।

জলপাই পাতা হল এই এলাকার জলপাই গাছের প্রতীক এবং এই পাতা তাদের জমির সাথে শহরের সংযোগকে প্রতিনিধিত্ব করে। লাল রঙ ফিলিস্তিনি জেলেদের এবং ভূমধ্যসাগরের সাথে তাদের সংযোগকে প্রতিনিধিত্ব করে। কালো রেখা ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী অংশীদারদের সাথে ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য পথের যোগাযোগকে প্রতিনিধিত্ব করে।

কেফিয়াহ কীভাবে বৈশ্বিকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠল?

১৯৩০ সালের বিদ্রোহের পর, কেফিয়াহ ফিলিস্তিনি জাতি পরিচয়ের একটি অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। ইতিহাসবিদদের মতে, এই আন্দোলন 'নাকবা' অর্থাৎ 'মহা বিপর্যয়'-এর পরে গতি লাভ করে। ওই সংঘাতের ফলে লাখ লাখ ফিলিস্তিনিকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়। সংঘাত থেকে পালাতে গিয়ে অসংখ্য মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে।

এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪৮ সালের ১৪ মে গঠিত হয় ইসরায়েল।

'নাকবা'কে ফিলিস্তিনের ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃখজনক দিন বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু কেফিয়াহ ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বৈশ্বিকভাবে তেমন একটা পরিচিত হয়ে ওঠেনি। বৈশ্বিক স্তরে, কেফিয়াহ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ইয়াসির আরাফাতের কারণে। যিনি নিজেই ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের মুখ হয়ে উঠেছিলেন। কেফিয়াহ ছাড়া ইয়াসির আরাফাতের ছবি খুব কমই দেখা যায়। সিরিয়া, জর্ডান ও লেবাননে যুদ্ধ করার সময় তিনি এটি পরেছিলেন।

১৯৭৪ সালে যখন তিনি জাতিসংঘে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সে সময় তিনি কেফিয়াহ পরেছিলেন।

২০ বছর পর যখন তাকে অসলোতে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়, তখনো তাকে এই স্কার্ফ পরা অবস্থায় দেখা যায়।

জেন টাইনানের মতে, 'যেকোনো রাজনৈতিক বিবৃতি দেয়ার সময় তিনি কেফিয়াহ পরতেন। তিনি তার ডান কাঁধে এই স্কার্ফটি ত্রিভুজাকার আকৃতিতে বিশেষভাবে ভাজ করতেন যা ১৯৪৮ সালের আগের ফিলিস্তিনের মানচিত্রের মতো মনে হতো।' অনু লিঙ্গালার মতে, ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর এবং ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তির আগ পর্যন্ত যখন ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনি পতাকা নিষিদ্ধ করেছিল, তখন কেফিয়াহও প্রতীকী গুরুত্ব বেড়ে যায়।

গবেষকরা বলছেন, ছয় দিনের যুদ্ধের পরই জাতীয় প্রতীক হিসেবে কেফিয়াহর গুরুত্ব বাড়ে।

পরবর্তী, ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলোর সম্মিলিত পরিচয়ের হুমকি এবং ভূমিতে তাদের অধিকার বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐক্য ও পরিচয়ের সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে কেফিয়াহর গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়।

তাদের মতে,'পরবর্তী বছরগুলোয় ফিলিস্তিনিদের সামাজিক পরিচয় এবং তাদের ভূখণ্ডে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হুমকির মুখে পড়েছিল, যা ক্রমে বাড়তে থাকে। পরে কেফিয়াহর মতো সাংস্কৃতিক প্রতীক, তাদের ঐক্য ও আত্ম পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হয়ে ওঠে।' এভাবে, কেফিয়াহ ফিলিস্তিনপন্থী পোস্টার এবং রাজনৈতিক ছবিগুলোয় দেখা যেতে শুরু করে এমনকি নারীরা এই স্কার্ফটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন-পিএফএলপি সদস্য লায়লা খালেদের একটি ছবি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

ওই ছবিতে তিনি মাথায় কেফিয়াহ পরা অবস্থায় ছিল এবং তার হাতে ছিল একে ফর্টিসেভেন রাইফেল। ১৯৬৯ সালের এই ছবিটি আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। খালিদ পরে ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ানকে বলেছেন যে একজন নারী হিসেবে তাকে দেখাতে চেয়েছেন যে সশস্ত্র সংঘাতে মেয়েরাও পুরুষদের সমান। তিনি বলেন, 'তাই আমরা বাহ্যিকভাব পুরুষদের মতো বেশ ধরতে চেয়েছি'

'ফ্যাশনেবল' পোশাক

জেন টাইনানের মতে, উপরে উল্লেখিত এমন নানা কারণে কেফিয়াহ ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, বিশেষ করে পশ্চিমে এই স্কার্ফটি ফ্যাশনেবল অনুষঙ্গে পরিণত হয়। জেন টাইনান, 'উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশের কারণে কেফিয়াহ ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারপর এটি খুব আকর্ষণীয় এবং ফ্যাশনেবল অনুষঙ্গে পরিণত হয়'।

তার গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত, পশ্চিমের অনেক তরুণ আধিপত্যশীল পুঁজিবাদী সংস্কৃতি এবং ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জানাতে সামরিক ধাঁচের পোশাক পরিধান করত। একই উপায়ে কেফিয়াহ মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৯০-এর দশকে বিশ্বের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বরাও এটি স্কার্ফটি পরতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ইংলিশ ফুটবল খেলোয়াড় ডেভিড বেকহ্যাম এবং সঙ্গীত শিল্পী রজার ওয়াটার্স।

পরে আমেরিকান ব্র্যান্ড আরবান আউটফিটার্স, জিভঞ্চে বা ল্যুই ভিটনের মতো বিশ্বখ্যাত ডিজাইনার ফ্যাশন স্টোরগুলো কেফিয়াহ বিক্রি করতে শুরু করে। এর জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়ে যায় যে এর বেশিরভাগ চীনে উৎপাদন করা শুরু হয়। ফিলিস্তিনে এখন একটি মাত্র কেফিয়াহ তৈরির কারখানা অবশিষ্ট রয়েছে। এই কারখানাটি ইয়াসির হারবাউই ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। যা পশ্চিম তীরের হেবরন শহরে অবস্থিত।

প্রতিরোধের শক্তি

কেফিয়াহ কিছু সময়ের জন্য ফ্যাশনের একটি অংশ হয়ে উঠলেও ইতিহাসবিদদের মতে, এতে এর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব কোনো অংশে কমেনি।

আজ, গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে এর তাৎপর্য আবারো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

এমনকি এই স্কার্ফটি নানা সময়ে বিতর্কের মুখেও পড়েছিল। যার কারণে বিশ্বের কিছু দেশে কেফিয়াহ নিষিদ্ধ করা হয়। যেমন, জার্মানির রাজধানী বার্লিনের কিছু স্কুলে কেফিয়াহ পরা নিষিদ্ধ ছিল।

অনু লিঙ্গালার মতে,'ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে কেফিয়াহর গুরুত্ব বেশ তাৎপর্যপূর্ণ এবং ফিলিস্তিনের সমর্থকরা নীরবে বা জোরালোভাবে তাদের সংহতি প্রকাশে কেফিয়াহ পরিধান করে।'

জেন টাইনানের মতে, 'বিশ্বব্যাপী এই কাপড়ের স্কার্ফটি প্রতিটি মানুষের যে আগ্রহ ও উপলব্ধির জন্ম দিয়েছে তা সত্যিই আকর্ষণীয়।'

পরিশেষে তিনি বলেন, 'এটি খুব অস্বাভাবিক, প্রায় অভূতপূর্ব'।

সূত্র: বিবিসি

ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি

কেন্দ্রের মসনদে দ্বিতীয়বারের মতো 'সম্রাটের' ভূমিকায় নরেন্দ্র মোদি। তার শাসনামলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি তলানিতে, বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্বেষের মাত্রা। যদিও নির্বাচনে ডাক দিয়েছিলেন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। বাস্তবে তার যথার্থ প্রতিফলন না ঘটলেও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে নিজের ইমেজ তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন। তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন **ড. দিলীপ মজুমদার।**

৯

হিন্দুত্বের রাজনীতির বিপণন

গোলওয়ালকর বেশ কয়েকটি বই লিখলেও তাঁর খ্যাতি 'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইনড ' এবং 'বাঞ্চ অব থটস'কে ঘিরে। বইদুটি থেকে আমরা তাঁর কিছু বক্তব্য পরিবেশন করব, যা প্রমাণ করবে কিভাবে গোলওয়ালকর হিন্দুত্ববাদের রাজনৈতিক রূপ দিয়েছিলেন। গোলওয়ালকরের সেই সব বক্তব্যের সূত্র ধরে বর্তমানকালের বিজেপি তাদের কর্মপদ্ধতি তৈরি করেছে।

১] ভারত হিন্দুদেরই দেশ। শিখ, জৈন, বৌদ্ধ কিংবা আদিবাসীদের নিয়ে ভারতের সমস্যা নেই । ভারতের সমস্যার মূলে আছে মুসলমান ও খ্রিস্টানরা। এদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ক্ষমাহীন যুদ্ধ।

২] যারা বলে 'হিন্দ মুসলমান ঐক্য ছাড়া স্বরাজ সম্ভব নয়', তারা দেশদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী।

৪] হিন্দু ভারতে সমতা বা সম-অধিকারের ভিত্তিতে মুসলমানদের স্থান থাকবে না। মুসলমানরা নিজেদের মতো উপাসনা করতে পারবে, তবে হিন্দুদের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের কাছে মাথা নত করলে তারা ভারতে থাকার অধিকার লাভ করবে, তার আগে নয়।

৫] হিন্দু মানসে অক্ষমতার বীজ বপনের জন্য দায়ী নেতৃবৃন্দ। যে জাতি শিবাজির মতো বীরের জন্ম দিয়েছে, তাদেরকে অক্ষম বলে তাদের স্পিরিট নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। যদুনাথ সরকার ঠিকই বলেছেন –' সারা দুনিয়ার কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে হিন্দুরা অমরত্বের ঝরনা থেকে পান করেছে মৃতসঞ্জীবনী।'

৬]মুসলমানরা অস্পৃশ্য, বহিরাগত লুঠেরা।

৭] নিজেদের জীবন রক্ষার্থে অথবা স্বার্থলোভে হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। এই দুর্বলচেতা ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বংশধর বা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম হচ্ছে এখনকার মুসলমান। এদের রাষ্ট্রীয়ভাবে কনসেশন দেওয়া উচিত নয়।

৮] আওরঙ্গজেব এক কুখ্যাত হিন্দু-ইরোধী ফ্যানাটিক। তার যে সব হিন্দু জেনারেল ছিল তারা আসলে গদ্দার। মানসিংহ আকবরের হয়ে ধাওয়া করেছিল রানা প্রতাপকে, তেমনি রাজা জয় সিং, যশোবন্ত সিং আওরঙ্গজেবের হয়ে তাড়া করেছিল শিবাজিকে। দেশের মানুষ হয়ে যারা দেশের মানুষকে আক্রমণ করে তারা গদ্দার ছাড়া আর কিছুই নয়। এইজন্য গীতায় বলা হয়েছে –'আমরাই আমাদের বন্ধু এবং আমরাই আমাদের শত্রু'।

৯] বখতিয়ার খিলজি এক রক্তপিপাসু মানুষ। সে রক্তের নদী বইয়ে দিয়ে গেছে, মাস কনভারশন করিয়েছে, নারী অপহরণ করেছে, মন্দির ধ্বংস করেছে, নালন্দা বিহারের হাজার হাজার ছাত্র ও শিক্ষককে কসাইএর মতো জবাই করেছে, শহরের জনগণের শিরচ্ছেদ করেছে, গ্রন্থাগারে আগুন দিয়ে হাজার হাজার বছরের জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রকে বনফায়ার বানিয়েছে।

১০] হিন্দুদের মারাত্মক দুর্বলতার ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।

১১] পাঞ্জাব আর বাংলা হল বেদের জন্মস্থান। এখানে ছিলেন সাধু, কবি আর বিপ্লবীরা। এই পাঞ্জাব আর বাংলার অর্ধেক অংশ হস্তগত হয়েছে হিন্দুর শত্রু মুসলমানদের।

১২] তাজমহল নিয়ে গর্ব করে না এমন হিন্দু দুর্লভ। তাদের মনোভাব এমন যে ইসলামি স্থাপত্য যেন ভারতের অংশ, ভারতীয় গর্বের প্রতীক, অথচ যাদের হাতে এসব প্রতিষ্ঠিত তারা ইসলামের অনুসারী ; সেই মুসলিমরা হাজার বছর ভারতে বাস করলেও আসলে তারা বহিরাগত।

১৩] ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে। হিন্দুদের স্বর্ণযুগ রামায়ণ মহাভারতের সময়কালকে উল্টে-পাল্টে দেওয়া হচ্ছে ; এসবকে মাইথলজি, গল্পগাথা আর অন্ধকার যুগ বলা হচ্ছে। হিন্দুদের ইতিহাস সোনার অক্ষরে লেখা হলেও তাকে অন্ধকার যুগ বলা হচ্ছে।

১৪]ভারতে হিন্দুজাতি ছাড়া অন্য কোন জাতির গৌরবগাথা থাকতে পারে না। ভারতের আদিতেও হিন্দু আর অন্তেও হিন্দু, মাঝামাঝি আর কিছু নেই।

১৫] খ্রিস্টান কনভেন্টগুলি এ দেশের হিন্দুদের মগজ ধোলাই করছে।

১৬] ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুরা অতীতের হিন্দুযুগকে অজ্ঞতা আর অন্ধকারের যুগ বলে মনে করছে। এটা তাদের মগজ ধোলাইএর ফলেই হয়েছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গোলওয়ালকরের এই সব বক্তব্য সাম্প্রতিককালের বিজেপি নেতাদের কণ্ঠ থেকেও উচ্চারিত হচ্ছে। গোল্লয়ালকর যে বাস্তবিক তাঁদের 'গুরুজি' সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবার ভারতীয় রাজনীতিতে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতি কিভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল, সে বিষয়ে আমরা আলোকপাত করব। এই বিষয়ের কারিগর অটলবিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আদবানি।

১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। বাজপেয়ীস্হ বহু বিরোধী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সময়ে আর এস এসএর সর্বক্ষণের কর্মী বা প্রচারকরা গোপনে গোপনে কগজপত্র বিলি করছিলেন, কোথাও কোথাও আইন অমান্য করছিলেন। অটলবিহারী বছরখানেকের মধ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি মোর্চা গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই মোর্চার নাম 'জনতা পার্টি'। এই মোর্চার মধ্যে বিজেপির পূর্বসূরী জনসংঘও ছিল। সংসদের মোট ৫৪২ টি আসনের মধ্যে জনতা পার্টি মোট ২৯৮ টি আসনে জয়লাভ করে। জনসংঘের আসন ছিল ৯০টি। প্রধানমন্ত্রী হবার দাবি অটলবিহারী জানাতে পারতেন, কিন্তু বয়েসের কারণে (তখন তাঁর বয়েস ছিল ৫২ বৎসর) সে দাবি জানান নি। প্রধানমন্ত্রী হন মোরারজি দেশাই। জনসংঘের থেকে ৩জনকে মন্ত্রী করা হয়। ভারতের রাজনীতিতে হিন্দুত্ববাদীদের এভাবেই উত্থান ঘটে। ১৯৮০ সালে জনতা পার্টির পতন হলে বাজপেয়ী প্রস্তাব করেন যে জনসংঘকে নতুন মোড়কে একটি মূলধারার রাজনৈতিক দলে পরিণত করতে হবে। এভাবেই জন্ম হল বিজেপির। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে সংসদে বিজেপি লাভ করেছিল মাত্র ২টি আসন।

এই পরিস্থিতিতে বিজেপি রামজন্মভূমি আন্দোলনকে হাতিয়ার করে। রামরথযাত্রা পরিচালনা করে। হিন্দু ভোট ব্যাঙ্কের দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল তাঁদের।

১৯৯০ সালের ৩০ অক্টোবর রথযাত্রার কর্মসূচি শুরু হয়।

১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জয়পুরে বিজেপির কর্মসমিতির বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হয়।

১৯৯২ সালের ৫ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধুরা এক সভায় মিলিত হন। শুরু হয়ে যায় করসেবকদের কাজ।

১৯৯২ সালের ৫ ডিসেম্বর বাবরি ধ্বংসের মহড়া দেওয়া হয়েছিল বলে সাংবাদিক প্রভিন জৈন জানিয়েছেন। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর আর এস এস ও তার সহযোগী সংগঠন অযোধ্যায় এক শোভাযাত্রার আয়োজন করে।

পুলিশ থাকলেও উন্মত্ত জনতাকে প্রতিরোধ করতে কিন্তু সক্ষম হয় নি।

আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক সঞ্জয় শিকদার লিখেছেন, " ৬ ডিসেম্বর সকালে অযোধ্যায় সাজ-সাজ রব। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। প্রশাসন ঘোষণা করল: বাবরি মসজিদের কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হবে না। যথারীতি মসজিদ ঘিরে রেখেছিল অসংখ্য পুলিশ। হিন্দি বলয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতায় জানা ছিল, উত্তরপ্রদেশের পুলিশ ও প্রভিন্সিয়াল আর্মড কনস্টেবুলারি-এর মধ্যে জাতপাত ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ যথেষ্ট।

ফলে প্রশাসনের গোপন বরাভয়ে পুলিশের একাংশ লোকদেখানো ভূমিকা পালন করেছিল। অচিরেই হাজার হাজার করসেবক মসজিদে চড়ে বসলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল ষোড়শ শতকের প্রাচীন মসজিদ।

" সংগঠিত পরিকল্পনা এবং নিঁখুত দক্ষতা ছাড়া এটা কি সম্ভব? সত্যই কি আদবানি কিছু জানতেন না? না কি তাঁর বিষণ্ণতা ছিল সামগ্রিক পরিকল্পনার অঙ্গ?"

ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন এই রকম, " ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর। সকালবেলা। শীতের শান্ত সকাল। বাবরি মসজিদের সামনে জড়ো হয়েছেন হাজার হাজার করসেবক। একটা ঘরের ছাদ থেকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা।

উত্তেজনার পারদ চড়ছে। বাবরি মসজিদের লঘু নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে একদল করসেবক উঠে গেলেন মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজের উপরে। কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন সরকারনিযুক্ত পুরোহিত সত্যেন্দ্র দাস।

তিনি রামলালার মূর্তি রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। করসেবকরা তখন শাবল, হাতুড়ি, কোদাল নিয়ে মসজিদ ভাঙার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। অমিত উৎসাহ তাঁদের। কলের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দেখছেন প্যারা মিলিটারি সৈন্য । "

চলবে...

কপোতাক্ষের টানা পোড়েন

মোঃ আব্দুর রহমান

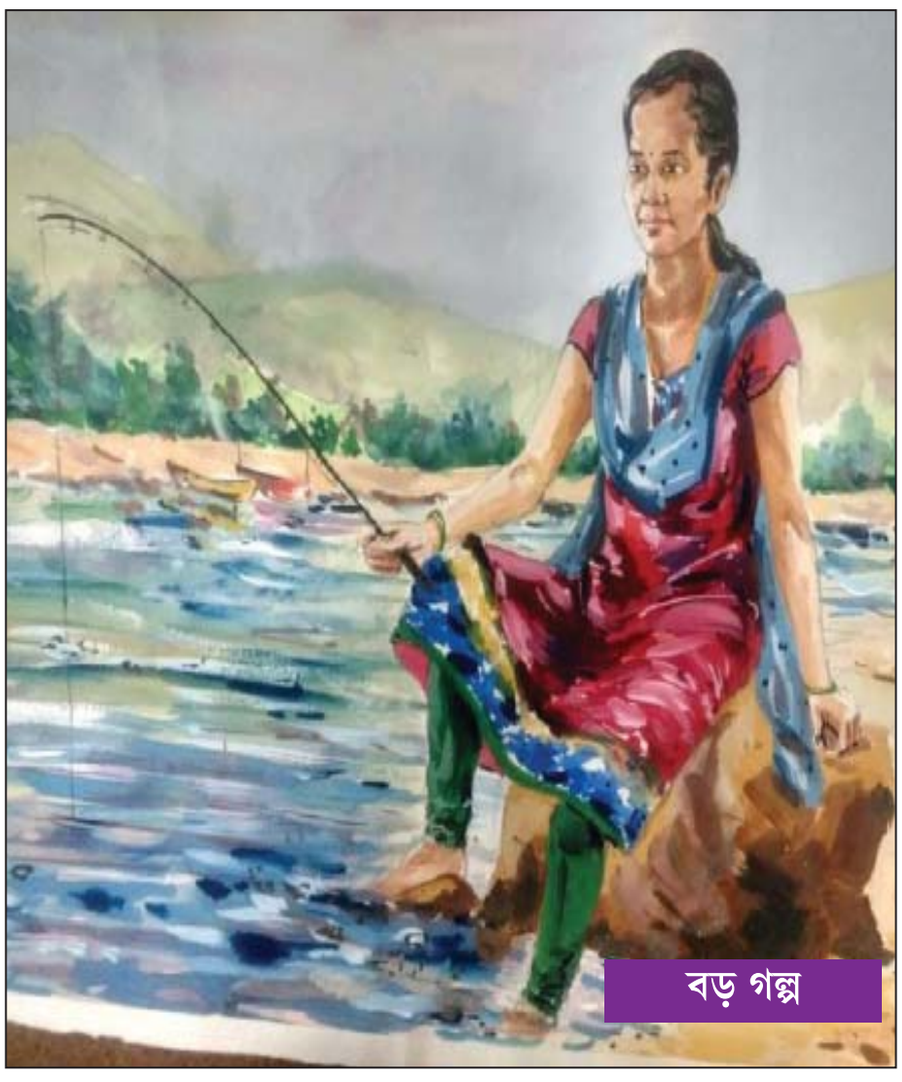

একটা কই মাছ পানির উপরে এক হাত লাফিয়ে উঠতেই চিৎকার করে উঠলো সিয়াম," দেখো মা একটা কই মাছ! ছেলের কথা শুনলো ঠিকই, ওভাবে আর কপোতাক্ষের দিকে তাকালো না কুসুম। কারণ কুসুমতো ঝিমিয়ে পড়েছে আজ তিনটি বছর আগেই। এই কুসুম আর সেই তিন বছর আগের কুসুমের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। যাঁর মাথায় বেনী নেই, পায়ে নূপুর নেই, মুখে হাসিও নেই! তবে শ্রাবন বিকেলের রবি মামার লালচে আলোতে চোখের কোনে এক ফোটা চকচকে জল আছে, আর আছে আউলা বাতাসে মুখের উপর থুবড়ে থাকা এক গুচ্ছো এলো চুল। একদিন অবশ্য এই চুলের বাহারি খোপাটার কারণেই কতো যুবকের কাজকর্মে হতো ভুল। কিন্তু সেই চুলের দিকে অবশ্য আজকাল কোন খেয়াল নেই কুসুমের। থাকার কথাও নয়।

কারণ যে মানুষটির জন্য একসময় সব কিছু পরিপাটি হয়ে সেজেগুজে চলতো। সে মানুষটি কিন্তু আজ আর নেই! তিন বছর আগে করোনায় ঝরে পড়েছে সেই কদম। হ্যাঁ, কদম তাঁর স্বামীর নাম। যে রেখে গেছে দুটি ফুটফুটে আশা এবং আকাঙ্খা - তারা হলো সিয়াম ও সোহান। কুসুমের শূন্য বুকের এপাশ ওপাশ আর কী।

দুজনেই দেখতেও মাশআল্লাহ মন জুড়িয়ে যায়। আর সেই দুই ছেলেকেই সঙ্গে নিয়ে রোজ এসে বসে এই কপোতাক্ষের পাড়ে। যেই নদটা তার জীবনের ছোট থেকে বড় পর্যন্ত অনেক সুখ-দুঃখের স্বাক্ষী। এছাড়াও কবির ভাষায় নদী আর নারীর সাথে মিতালীটাতো অনেক আগের। যার বাস্তবতাটা ফুটে উঠেছে কুসুমের বেলায়।মাঝখানে কপোতাক্ষ অবশ্য ধুকে ধুকে প্রাণ হারাতে বসেছিল। আর তখন কতই না কপোতাক্ষের তীরে বসে কুসুম এবং কদম আফসোস করতো ! আহা এই নদটাকে যদি আবার বাচানো যেতো। আবার যদি জল টলমল করতো, মাঝি মাছ ধরতো আর তার পাশে বসেই কদম আর কুসুম খুনসুটিতে হাসতো এবং একে অন্যের গায়ে পানি ছিটাতো..।

হ্যাঁ, সরকারের সুদৃষ্টিতে কপোতাক্ষকে পুনরায় খনন করা হয়েছে। আবারও নাও ভাসছে, মাছ ধরছে, পানিও টলমল করছে। এমন কী ওরাও তিন মা ছেলেও এসে বসেছে কপোতাক্ষের পাড়ঘেষে। কিন্তু দুঃখের বিষয় নদটার সাথে কুসুমের চোখটাও আজ টলমল করছে । কারণ পাশে নেই.. কদম!

তবে এ চোখটা যে, শুধু কদমের অভাবেই টলমল করছে সেটাও কিন্তু ঠিক নয়। হয়তো স্বামীর বিয়োগান্তে যে আশা নিয়ে বাপের বাড়ি নাও ভিড়িয়েছিলো কপোতাক্ষের কন্যা; এদের কাছে সেই কদর হয়তো আজ তার নেই। আসলে থাকেও না। কেউ করেও না। কারণ তো একটাই- তৈল আলার মাথায় সবাই তৈল দেয়, তৈল না থাকলে মুদ্রার উল্টো পিঠ! এই যেমন একটু আগেও সোহান ওর মামাতো ভাই জনির সাথে খেলতো গেলে, জনির মা জনিকে ঘরে নিয়ে যায়! অবশেষে সোহান কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কোলে বসে এক বেলা জুড়ে নালিশ করতে থাকে। আবার সিয়াম যখন এসব পরিবেশের তিক্ততা পেতে পেতে বড় এক নিঃশ্বাস ছেড়ে এক সময় বলে বসে, আমার কাছে দাদার বাড়ীটাই ভালো লাগতো, কেন যে এখানে এলাম! আর সাথে উড়ে এসে জুড়ে বসার কারণে বরাবরই উপেক্ষিত কুসুমের মনটা যে, চন্দন কাঠের মতো সব সময় পোড়ে; সেটা ঐ টলমলে চোখ জোড়াই রাজ স্বাক্ষী দেয়।

তবে একদিন কিন্তু এবাড়ীতে কুসুমের রাশি রাশি কদর ছিল, কারণ তখন যে কদমেরও কারি কারি বিদেশি টাকা ছিল। আসলেও কুসুমের অংকের সূত্রটা বসানো ঠিক ছিল না তাই উত্তরটাও মিলছেনা। এখন সেই প্রাণ ফিরে পাওয়া কপোতাক্ষের তীরে বসেই নতুন সূত্র বসানোর চেষ্টা করে চলেছে দুই ছেলেকে নিয়ে। অবশ্য এই নদটার সাথে ওর আরও একটা গোপন সুসম্পর্ক আছে। এই নদটা কুসুমদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যেভাবে গিয়েছে। ঠিক বারো গ্রাম পেরিয়ে কদমদের বাড়ীর সামনে দিয়েও একইভাবে অতিক্রম করেছে। তাই শূন্যবুকে তৃষ্ণা মিটাতে এই কপোতাক্ষের পাড় ছাড়া কোন উপায় নেই কুসুমের। বাকীরা সব যার যার। তারপরও যতটুকু স্নেহের পরশ পায় সেটা বৃদ্ধ বাবা-মা'র। কারণ তাঁরাতো আর সন্তানকে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু, উনারাই বা আর কতদিন বাঁচবেন! তাইতো কুসুমের চিন্তা হয়! ভয় হয়! সবাই থেকেও নিজেকে একা মনে হয়!

এদিকে ওরা তিন মা ছেলে কিন্তু কপোতাক্ষের পাড়ে মোটেই একা আসে না। সাথে আরও কতগুলো নতুন সদস্য যোগ হয়েছে। যারা এই পরিবারের একান্ত সদস্য। যেমনঃ সাতটি পাতিহাঁস যার মধ্যে একটি আবার হাঁসা। তিনটি তরতাজা খাসি এবং বেশ কিছু মুরগি । হাঁসগুলি এখন ডিম পাড়ে, সাথে কিছু মুরগিও ডিম পাড়ে তবে একটি ডিমও বিক্রি করে না কুসুম। সবগুলি ওর ছেলেদের খাওয়ায় আর সাথে বাবা-মাকেও দেয়। তবে কিনতে হয় না। আবার মাঝে মাঝে বাচ্চাও ফুটায়। মাংসটাও এখান থেকেই চলে আসে।

খাসি গুলি বিশ হাজার করে দাম উঠেছে। আবার ঘরের কোনে একটি সেলাই মেশিনও আছে। তাতেও সেলাইয়ের কাজটা করে কিছু রোজগার করে কুসুম।

এভাবেই সিয়াম-সোহানের বাবার দায়িত্বটা পালন করে চলেছে কপোতাক্ষের কন্যা। কপোতাক্ষের কাছ থেকেই ভাঙ্গা-গড়ার এই খেলাটা বেশ রপ্ত করেছে সে। কপোতাক্ষের মতো একদিন তার সংসারেও আবার শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরে আসবে এটাই কুসুমের স্বপ্ন।

তাইতো আজও ছেলেদের কোন অভাব সে বুঝতে দেয় না। যতটুকু পারে আদর যত্নে রাখে। অভাবেও হাত পাতে না, কারো কাছে মাথাও নত করে না। স্বপ্ন একটাই ছেলেগুলিকে মানুষ করা। কদমের স্বপ্নগুলি পূরণ করা। তবে কুসুম যতই কাঁদতে চায় না কেন; এই সোনার টুকরো দুটির জন্য পারে না। এবার এলো চুলগুলো সরিয়ে ছোট্ট সোহান বলছে, "মা কাঁদছো কেন? বাবার কথা মনে পড়েছে।" জবাবে মাথাটা নাড়িয়ে এক চিলতে বাসী হাসি দিয়ে বললো না বাবা। যাও, তুমি হাঁসগুলি তাড়িয়ে নিয়ে আসো বাড়ী যাবো। মায়ের অনুমতিতে অগ্রসর হতে থাকলো ছোট্ট সোহান। যদিও পা টা একটু টেনে টেনে হাঁটছে। সেটা দেখেই আর এক ঝটকা বেদনার জোয়ার প্লাবিত হলো কুসুমের বুকটায়। কারণ কয়েকদিন আগেই একটি যাত্রীবোঝাই ভ্যান ছেলেটার পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। অনেকদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। তারপরও সুখের বিষয় অন্তত সোহানটা হাঁটতে পারছে। ডাক্তার বলেছে আস্তে আস্তে পুরোটাই ঠিক হয়ে যাবে। কথাটা ভেবেই আবার যখন চোখটা টলমল করছে, তখন সিয়াম বললো- মা, কী হলো আবার কাঁদছো কেন! তোমাকে না কতবার বলেছি কাঁদবে না।

এবার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জোর করে আর এক চিলতে হাসি হেসে বললো," যাও বাবা বেলা গড়াতে গেলো খাসি তিনটা নিয়ে আসো আমরা এখন বাড়ী যাবো। ঠিক যখন ওরা সবাই মিলে পাড়ে উঠেছে, তখন সূর্য্যিমামাকেও পশ্চিম আকাশ হজম করেছে। কিন্তু সিয়াম হঠাৎ চিৎকার দিয়ে বললো, মা দেখো দেখো কদম! বিজলী চমকের মতো দ্রুত লাফিয়ে উঠে পিছনে তাকালো কুসুম! কিন্তু কাউকে দেখতো পেলো না। একটু হতাশা নিয়েই বললো,"কোথায় বাবা? " অবশেষে সিয়াম কদম গাছটাকে দেখিয়ে বললো ওই দেখো মা কি সুন্দর কদম ফুটেছে! যদিও নিরাশ হলো তারপরও বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে বুকে শূন্যতাটা চাপা দিয়ে বললো, হ্যাঁ, বাবা খুব সুন্দর! বর্ষার কদম। পুরো কপোতাক্ষটাই আজ খুব সুন্দর লাগছে। চলো বাবা পড়তে বসবে।

ফোনটা কেটে গেলো

শিবশঙ্কর দাস

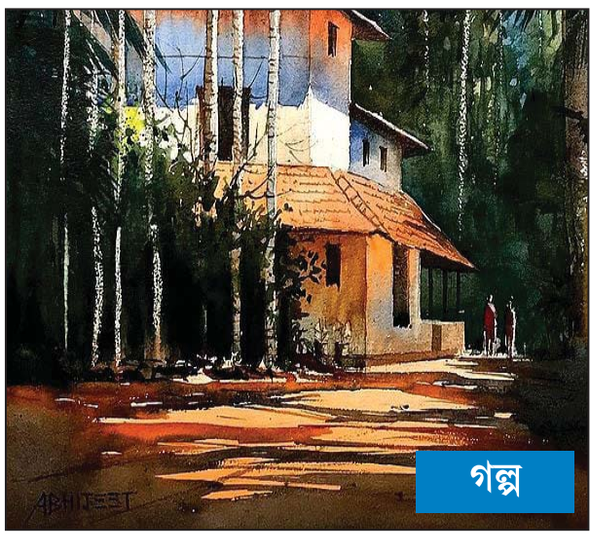

রিং টোন বাজতে না বাজতেই ফোনটা রিসিভড হয়ে গেল। সুমিতা যেই বলল, "হ্যালো... " অমনি ওপার থেকে ভেসে এল, "আরে, কী সৌভাগ্য আমার। আমি তোমার ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম তোমার ফোন আসবে।..."

"হ্যালো হ্যালো। ..."

"দেখেছো আমি যেই তোমার কথা ভাবি অমনি তোমার ফোন চলে আসে। কী যে খুশি হয়েছি সে আর তোমাকে বোঝাতে পারবো না। ইউ..স্মা, ইউ..স্মা.."

"হ্যালো? হ্যালো? আগে আমার কথাটা একটু শুনুন..."

"পরে তোমার কথা শুনবো। বল তুমি কী চাও? তোমার জন্য আমি দারুণ একটা জিনিস এনেছি। তুমি যখন বলবে তখনই নিয়ে যাবো? ইউ..স্মা, ইউ..স্মা.."

সুমিতা বুঝতে পারল লোকটা ফোনের মধ্যেই কাঙ্খিত মহিলাকে এখনও চুমু খাচ্ছে। রাগে সুমিতার কান গরম হয়ে উঠল। লোকটা পাগল নাকি। কে ফোন করেছে তা না জেনেই চুমু খাওয়ার জন্য হামলে পড়ছে। তবু রাগলে চলবে না। কাজের লোকের ভীষণ অভাব। অনেক কষ্টে বকুলকে জোগাড় করা গেছে। একদিন আসে তো দুদিন শরীর খারাপের অজুহাত দেয়। তবু সুমিতা বকুলকে ছাড়ানোর কথা ভাবতে পারে না। রান্না বান্না সেরে প্রতিদিনই স্কুল যেতে দেরি হয়ে যায়। বকুল থাকাতে একটু সাহায্য অন্তত হয়। তবু দুদিন ধরে আসছে না শরীর খারাপ বলেছে। আর আগামী কাল আসতে পারবে কিনা জানার জন্যই সুমিতা ফোনটা করেছিল । বকুলের নিজের কোন ফোন নেই। ওর বরের ফোনেই ফোন করে খবর নিতে হয়। বকুল কাজটা ছেড়ে দিলে এই মুহূর্তে সুমিতা অথৈ জলে পড়বে ভেবেই মিষ্টি করে বলল, "দাদা, আপনি যাকে ভাবছেন আমি সে নই। আমি সেই দিদিমণি বকুল যার বাড়িতে কাজ করে । বকুলের শরীর এখন কেমন আছে। কালকে আসতে পারবে কিনা জানতে চাইছিলাম।"

ফোনটা কেটে গেল।

সুমিতার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। ফোনটা কেটে গেল নাকি কেটে দিল? লোকটা কি লজ্জা পেলো নাকি ভয়!

সুমিতা আবার চেষ্টা করল। ফোনটা আবার কেটে গেলো।

বারদুই চেষ্টা করার পর সুমিতা বুঝতে পারল বকুলের শরীর আর সুস্থ হবে না।

হয়তো একদিন..

শংকর সাহা

উচ্চশিক্ষিত সৌম্য চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছে তিন বছর। এইদিকে সংসারের যা হাল তাতে একটি চাকরি না পেলে অসুস্থ বাবার চিকিৎসা করানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে সৌম্যের। একদিন দৈনিক সংবাদে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে সে। চাকরিটি ছোটো হলেও মাসে নগদ পাঁচ হাজার টাকা করে দেবে। তাই অঙ্কে এম.এস.সি করেও কেয়ারটেকারের চাকরিতে আবেদন করে সে।

সেদিন ছিল বুধবার। চাকরির প্রথম দিন। পুরোনো জামা-প্যান্টগুলোই পরে অফিসে যায় সে। মস্ত বড় অফিস,অনেক স্টাফ।অফিসে যেতেই এক সহকর্মী বলে বসলেন," নতুন বুঝি, তা কবে থেকে? কি? অফিস অ্যাসিসটেন্ট না অ্যাকাউন্টসে? কোন পদে?" লজ্জায় মাথা নিচু করে সৌম্য বলে ,"আমি কেয়ারটেকার। অনেকের মুখে সেদিন ছিল বিদ্রুপের হাসি। অফিসের সমস্ত দায়িত্ব সামলে বিধ্বস্ত শরীরে সন্ধ্যে বেলায় বাড়ি ফিরে আসে সে। বাড়িতে ফিরে অসুস্থ বাবার মুখের দিকে চেয়ে নিজের কাজটিকে আর ছোটো মনে হয়না তার।তবে শুয়ে তার মনে পড়তো অফিসের সকলের ব্যঙ্গের কথাগুলো। নিজেকে আজ বড় সইয়ে নিয়েছে সৌম্য।

একদিন অফিসের তারকবাবুর ফাইলে ইংরেজী লেখাতে ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলো বলে কম অপমান সইতে হয়নি সৌম্যকে।সকলে সেদিন অপমান করতে ছাড়েনি তাকে। হঠাত অফিসের বস রিনি ম্যাম এসেই ব্যস্ততা দেখাতে থাকে। অফিসের অ্যাকাউন্টসের সব ফাইল হারিয়ে গেছে। কিন্তু আজকের মধ্যে সবকিছুর রিপোর্ট জমা করতে হবে। অফিসে সবার মধ্যে ব্যস্ততা দেখা যায়। সৌম্য সমস্ত বিষয়টি বুঝতে পারে।

" কিছু বলবে সৌম্য," চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে অফিসের সাহেব বলে ওঠে। সৌম্য অকপটে বলে ওঠে, "...স্যর, আমি আপনাদের কাজে হেল্প করতে পারি?" " কি বলছো, ! ..'.তুমি? জানো এগুলো কতো গুরুত্বপূর্ণ?'

সৌম্য কথা না বাড়িয়ে অ্যাকাউন্টসের কাজে লেগে পড়ে। এইদিকে সবাই আতঙ্কিত। যদি সে কিছু ভুল করে? সে সমস্ত ফাইল রেডি করে টেবিলে রেখে চা করতে যায়। সবার জন্যে চা করে যখন চেম্বারে ঢুকবে এমন সময় তারকবাবু বলে ওঠে, " সরি সৌম্য"। সে বুঝতে পারেনা তারকবাবুর কথা। চেম্বারে ঢুকতেই সৌম্যের দিকে চেয়ারটি এগিয়ে দেয় অফিসের বস। সৌম্য হতচকিত হয়ে পড়ে। এরপর সৌম্যের কাছে সবকিছু জানতে চান তিনি।

ইতস্তত: বোধ করলেও সে সবকিছু বলে দেয়। সৌম্যের দিকে অফিসের সহকর্মীরা অবাকভাবে তাকিয়ে থাকেন। সৌম্যের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বস বলে ওঠেন, " তুমি, এম.এস.সি পাশ। সরি সৌম্য....! এই সরির মানে বুঝতে সৌম্যের আর অসুবিধে হলনা আজ....!

ক্ষুধার্ত শিক্ষা

ইমরান আব্বাস হোসেন

তিক্ত মনের স্বাদ যদি কেউ বুঝতে
দেখতে গোপনে মনোমুগ্ধকর তক্ততা
সম্ভ্রাশনে বিরহ্ উঁকি মারে ঘরে ভোরে
মনের গহীনে প্রতিধ্বনিত মন শক্ততা
জেগে ওঠেনি আমার মায়ের কোলে।
আমি সম্ভ্রাশনে এক প্রদীপ নিয়ে
আমাকেই খুঁজছিলাম বহুক্ষণ,
মাতৃস্বরে হঠাৎ বেজে উঠলো
এক মুঠো চাল চাই, রূটি চাই
রুপি দিলে, মাপি নাই,মা গো।
আমার হৃদয় বিহীন মনে যেন
এক ঢেউ খেলানো বিদ্যুৎ তৈরি হল,
বিশ্ব-আধুনিক সব শব দেহ কত নিথর
আর তারা নিথর নয়, কিত শব দেহ ।
জেগে ওঠো হে বীর, কে যেন কয়েছিল
ক্ষুধার্ত শিক্ষা, সর্বোচ্চ ধার যুক্ত বিজয়
যদি তাহা কষ্টের হয় সেটাই হয় মুক্তি
আর সেই যুদ্ধ আজ বিশ্বের রান্নাঘরে।

রৌদ্র প্রেম

মহসীন মল্লিক

বুকের ভিতর কাঁদছে সূর্য মেঘলা আকাশ দেখে
কুয়াশাকে পাশ কাটিয়ে উঠতে না সে শেখে।
এক ফাঁকে সে মেঘ অভ্রেতে ফাটল দেখতে পেয়ে
রৌদ্র গোলার কামান দিলে মুহূর্তে সে ধেয়ে।
হঠাৎ করেই মেঘ সরে যায় সূর্য হেসে ওঠে
রৌদ্র তেজের ফুলঝুরি তার ধরার পানে ছোটে।
উষ্ণ কিরণ ঝরছে আলো ধরার সে কী হাসি
এক পৃথিবীর মানুষ বলে তোমায় ভালোবাসি।

ছড়া-ছড়ি

শহীদ স্মরণে

সৌমেন্দু লাহিড়ী

সেই দিনটিকে কখনো কি আমি
ভুলে যেতে পারি হায়!
যেদিন মোদের সাথীর শব যাত্রা
চলেছিল রাস্তায়।
ফুলে ফুলে ঢাকা সযত্নে রাখা
ক্ষত বিক্ষত দেহ,
আমার সুহৃদ্ হয়েছে শহীদ
কেটে বিশ্বের মোহ।
ধরাধাম ছেড়ে চলে গেছে দূরে
অমৃত লোক পরে,
যেথা মার্ক্স হোচিমিন লেনিন স্তালিন
এঙ্গেলস বাস করে।
জানো কি বন্ধু অমৃতলোক
কোথায়?
বেহেস্তে নয় স্বর্গেও নয়
যেথায় মানব হৃদয়।
বীর সেনানী প্রাণ দিয়েছেন
এই দেশেরই তরে,
শহীদ, সেতো অমর।
মরণশীল বিশ্বে কজন
অমর হোতে পারে?
সাবাশ .. ... সাথী..... সাবাশ
দেশের তরে আত্মবলী
সাবাশ সাবাশ সাবাশ।
ছিঁড়ে গেছে তার বাজেনাকো আর
সেই সেতারের তান
বেদনা-বিধূর মন যে আমার
সবই যেগো হল ম্লান।
রোষানল তাই ধিক্ ধিক্ জ্বলে
সদাই মনের কোনে,
প্রতিশোধ চাই বলে মন মোর
প্রতিদিন প্রতিক্ষণে।
বাক্ রোধ আজ হয়েছে আমার
ছন্দ পতন হয়েছে
দেখেছি যখন দুস্কৃতিরা
মাথা উঁচু করে রয়েছে।
কবিতা আমার আসেনাকো আর
লেখনী ধরতে পারি না,
হৃদয় মাঝারে ইচ্ছে জাগেরে
বদলা নিতে কি পারি না?
চেতনা জাগুক জনতার আর
জাগ্রত হোক বোধ,
আঘাতে আঘাতে বিদীর্ণ করে
নিক তারা প্রতিশোধ।
গণ-আদালতই বড় আদালত
বিচার প্রার্থী তাই,
সেই আদালতে আর্জি জানাই
বিচার ভিক্ষা চাই।।

আশির অভিশাপ

আব্দুল মুকিত মুখতার
(লন্ডন থেকে)

এই মুহূর্তে দরকার একটি
নতুন নামের হিটলার,
যার হাতে থাকবে লাঠি
ভেঙ্গে করবে চুরমার।
ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের
মেরুদণ্ড আর অহংকার,
ভেঙ্গে করবে চুরমার।
এই মুহূর্তে প্রয়োজন একটি
নতুন নামের হিটলার।
মুসলমানরা ব্যর্থ এবার
নাইরে উমর খালিদ
সালাউদ্দিন আইয়ুবীদের
কে ভাঙ্গাবে নিদ,
যুগের হোসেন শহীদ আবার
জর্ডান নদীর পার।
এই মুহূর্তে প্রয়োজন একটি
নতুন নামের হিটলার।
হিটলার হবে ধূর্ত অতি
আত্মবিশ্বাসে পোক্ত
হামাস যোদ্ধার মতো হবে
লোহার মতো শক্ত,
পদাঘাতে ধ্বংস করবে
ইহুদী–মার্কিন অধিকার।
এই মুহূর্তে প্রয়োজন একটি
নতুন নামের হিটলার।
মার্কিনীরা জুতাপেটা
খেয়েছে সেদিন ইরাকে
লাথি খেয়ে ভিয়েতনামে
পালিয়েছে কাবুল থেকে
গাজা থেকেও লাথি খাবে
সময়ের শুধু ব্যাপার।
এই মুহূর্তে প্রয়োজন একটি
নতুন নামের হিটলার।
হিটলার চিনে ইহুদি রগ
জাতে জাতে ক্যাঙ্গারু
বিশ্বজুড়ে লাফিয়ে বেড়ায়
ইহুদিদের ধ'র মা'র,
মুকিত বলে আশির অভিশাপ
ফিরছে আরেকবার।
এই মুহূর্তে প্রয়োজন একটি
নতুন নামের হিটলার।

ফিলিস্তিনি প্রতিচ্ছবি

আজিবুল সেখ

সীমারেখা ভেদ করে এগিয়ে আসা অসুখ
গ্রাস করে চলেছে পৃথিবীর পরমায়ু ...
দিগন্তের নীলিমা ক্রমশঃ ঢেকে আসছে
অনাকাঙ্খিত কালো ছায়াপথে।
প্রহর ভেঙে আলো আসে না কত কাল!
অন্ধকারে ব্যাপ্তি গ্রাস করে চলেছে ...
জড়াগ্রস্ত পৃথিবী গভীর জ্বরে আক্রান্ত।
অসুখে হাবুডুবু খাওয়া গ্রহ আজ ভীষণ উত্তপ্ত
গোলা বারুদের আস্ফালনে কেঁপে ওঠা
ধরায় রক্ত স্রোতের বহমান নদীতে ভেসে যায়
শত শত নিষ্পাপ শিশু শরীর।
মানুষত্বে কিলবিল করছে টাটকা পোকা
পচা, গলা মমত্ববোধ গয়িয়ে পড়ছে
পৃথিবীর পাষান বুক দিয়ে...
আর উত্তপ্ত বারুদের অঙ্গারে খাঁক হয়ে যাওয়া
সভ্যতার আরশিতে ভেসে ওঠে ফিলিস্তিনের প্রতিচ্ছবি।

ফুল ঝরা

অশোক কুমার হালদার

ফুল ফুটে ফুল ঝরে যায়
প্রকৃতির নিয়মে সেই সকল হয়
প্রসবের পর গর্ভ পুষ্প পতিত হয়
সেই কারণে মাতা আনন্দ পায়।
গাছের ফুল ঝরে পড়া, নিরর্থক নয়
প্রকৃতির নিয়মে সেই সকল হয়।
গাছে ফুল জন্মায় ফুল ঝরে যায়
তাতে গাছ শোকে দুঃখে ম্রিয়মান নাহি হয়
যেহেতু প্রকৃতির নিয়মে সেই সকল হয়
ফুল ফুটে ফুল ঝরে যায়
প্রকৃতির নিয়মে সেই সকল হয়।
কুড়ি ফোটে ফুল হয়, সেই ফুল একদিন ঝরে যায়
গাছের কাছে তার কোন হিসাব নাই
প্রকৃতির নিয়মে সেই সকল হয়।

শীর্ষে ওঠার সুযোগ হারাল জুভেন্টাস

আপনজ ডেস্ক: জেনোয়ার বিপক্ষে প্রথমার্ধে এগিয়ে গিয়েছিল জুভেন্টাস। কিন্তু লিডটি তারা ধরে রাখতে পারেনি। বিরতির পরেই ঘরের মাঠের ম্যাচটিতে সমতা ফিরিয়েছে জেনোয়া। ১-১ ড্রয়ে শেষ পর্যন্ত তাই পয়েন্ট ভাগাভাগিই করতে হয়েছে দুই দলকে।
তাতে বড় সুযোগ হারিয়েছে জুভেন্টাস। এই ম্যাচ জিতে ইন্টার মিলানকে টপকে সিরি 'এ'-র শীর্ষে উঠে যাওয়ার সুযোগ ছিল তাদের। সেটি তারা পারেনি।
এই মুহূর্তে শীর্ষে থাকা ইন্টারের সঙ্গে ১ পয়েন্টের ব্যবধান জুভেন্টাসের।
ইন্টার এক ম্যাচ কম খেলেছে। আগামীকালই ব্যবধানটা আবার ৪ পয়েন্টে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকছে তাদের লাৎসিওকে হারিয়ে। গত রাতে জেনোয়ার মাঠে ৩৮ মিনিটে পেনাল্টি পেলে ফেদেরিকো কিয়েসার গোলে এগিয়ে যায় জুভেন্টাস। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর মিনিট তিনেকের মধ্যে স্বাগতিকদের সমতায় ফেরান আইরিশ স্ট্রাইকার আলবার্ট গুডমুন্ডস।
এদিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নটিংহাম ফরেস্টকে ২-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষ চারের আরো কাছে চলে এসেছে টটেনহাম হটস্পার। চতুর্থ স্থানে ম্যানচেস্টার সিটির সমান ৩৩ পয়েন্টই তাদের, পিছিয়ে শুধু গোল ব্যবধানে। গত রাতে ব্রাজিলিয়ান রিচার্লিসনের গোলে বিরতির ঠিক আগে লিড নেয় টটেনহাম। দেজান কুলুসেভস্কি ব্যবধান বাড়ান ৬৫ মিনিটে। তবে লাল কার্ড দেখে ইভ বিসুমাকে ৭০ মিনিটে মাঠ ছাড়তে হলে বাকি সময় ১০ জনের দল নিয়েই লিডটা ধরে রাখে এইঞ্চ পোস্তেকগগলুর দল।

বেলিংহামের পথেই আসছেন আরেক বেলিংহাম

আপনজন ডেস্ক: চেহারায় এতই মিল, হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে জুড বেলিংহাম! দুজনে একই পজিশনে খেলায় এই ভুল হওয়া অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু ভুলটা হতে দিতে চান না জোব বেলিংহাম। কি ভাবছেন, জুডের জায়গায় ভুল করে জোব লেখা হয়েছে! আসলে তা নয়। ভুল তো একেবারেই নয়। যাঁর কথা বলা হচ্ছে, তিনি জোব-ই। চেহারা কিংবা নামের মিলের কথা শোনা অনেকে নিশ্চয় বুঝে ফেলেছেন, তিনি জুডের কাছের কেউ-ই হবেন। হ্যাঁ সেটাই, জুড বেলিংহামেরই ভাই জোব বেলিংহাম। জোব ভাইয়ের পরিচয়ের আড়ালে ঢাকা পড়তে চান না, বরং ফুটবল মঞ্চে নিজের পরিচয়টাকেই আলাদা করে প্রতিষ্ঠা করতে চান স্যান্ডারল্যান্ডের ১৮ বছর বয়সী এ ফরোয়ার্ড।
এই গ্রীষ্মে দলবদলে বার্মিংহাম সিটি থেকে ১৯ লাখ ডলারে স্যান্ডারল্যান্ডে আসেন জোব। এসেই তিনি ক্লাবকে জানান নামের পাশে ৭ নম্বর জার্সিটি তাঁর চাই। এই দাবির মধ্য দিয়ে ফুটবলে নিজের পথে হাঁটার ঘোষণাটাও যেন দিয়ে দিয়েছিলেন জোব।
এটাও সত্যি যে জোবের বড় জুড এখন সময়ের অন্যতম সেরা তারকাদের একজন।
ব্যালন ডি'অরে সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কারসহ একাধিক পুরস্কার এখন জুডের দখলে। শুধু এটুকুই নয়, বল পায়ে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে অবিশ্বাস্য ছন্দে আছেন জুড। ভেঙে দিচ্ছেন একাধিক রেকর্ডও। তাঁকে নিয়েই প্রায়ই সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর দর্শকেরা 'হেই জুড' বলে গান ধরেন। এমন কারও প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা মোটেই সহজ নয়। কিন্তু জোব সেই কঠিন কাজটাই করতে চান।
জোবের সামনে শুধু তাঁর ভাই নয়, বাবাও আছেন। ২০ বছরের বেশি সময়ে নন-লিগে জুড ও জোবের বাবা মার্ক বেলিংহামেরও আছে সাত শর বেশি গোল। খোদ পূর্বসূরিরা যখন চলার পথে সাফল্যের এমন কাঁটা বিছিয়ে রাখেন, তখন তা পেরিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন তো বটেই। জোব ও জুড দুজনই নিজেদের ক্যারিয়ার শুরু করেছেন বার্মিংহাম সিটির একাডেমি থেকে। যেখান থেকে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড হয়ে জুডের ঠিকানা হয়েছে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে সফল ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে। অন্যদিকে জোব পাড়ি জমিয়েছেন চ্যাম্পিয়নসশিপের (ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় স্তরের লিগ) দল স্যান্ডারল্যান্ড।
বেলিংহাম ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বড় জনের চেয়ে ছোট জনের বিকাশ একটু ধীরগতিতেই হয়েছে। জোবকে নিয়ে তাই আলোচনা ও আলোড়নও ছিল কম। কিন্তু বড় ভাইয়ের ওপর পড়া আলোর ঝলকানি চোখধাঁধিয়ে দেয়নি ছোটজনকে। আবেগ বা হতাশায় নিজেকে ভাসিয়েও দেননি। চেষ্টা করেছেন নিজেকে বদলাতে এবং নিজের উন্নতি ঘটাতে। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে এফএ কাপে প্লেমাউথের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বেঞ্চ থেকে অভিষেক হয় তাঁর। নিজের ভাইয়ের পর তিনিই হন ক্লাবের সর্বকনিষ্ঠ অভিষিক্ত খেলোয়াড়। তাঁর পারফরম্যান্স দেখে তখনকার কোচ লি বাওয়ের বলেছিলেন, 'আমি তাকে বলেছি "তুমি অনেক ভালো করেছ। তোমার বয়স ১৬, যে কিনা বলের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পা থেকে বলও হারায় না এবং সঠিক কাজগুলো করার চেষ্টা করে।"' তবে শৈশবের ক্লাবে নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরতে পারেননি জোব। ২৬ ম্যাচ খেলে কোনো গোল বা অ্যাসিস্ট করতে পারেননি।
এরপর জোবের ওপর চোখ পড়ে স্যান্ডারল্যান্ডের। তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে ক্লাব বদলে স্যান্ডারল্যান্ডে এসে পায়ের নিচে মাটি শক্ত করার চেষ্টা করেন জোব।। জোবকে যখন নিজের পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে ভাইকে মনে করানোর চ্যালেঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসতে হচ্ছিল তখনো, কিন্তু তাঁর বয়স আঠারো হয়নি। স্যান্ডারল্যান্ডে এসে ইপসউইচের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অভিষেক হয় জোবের। তাঁকে দিয়ে মূলত অ্যাটাকিং মিডফিল্ডে নতুন গতি আনতে চেয়েছিল ক্লাবটি। যদিও প্রথম ম্যাচে হার দিয়েই শুরু হয় নতুন পথচলা।

রোহিতকে সরিয়ে ৮ লাখ অনুসারী হারাল মুম্বাই

আপনজন ডেস্ক: ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে অর্থের বিনিময়ে দলবদল করা প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে গুজরাট টাইটানস ছেড়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে যোগ দিয়েছেন পান্ডিয়া। দুই বছর পর পুরোনো ঠিকানায় ফিরতে না ফিরতেই অধিনায়কত্বও পেয়ে গেছেন এই অলরাউন্ডার। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে পান্ডিয়াকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি গতকাল নিশ্চিত করেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। আর এ ঘটনার ১ ঘণ্টার মধ্যে মুম্বাই তাদের ৪ লাখ টুইটার অনুসারী হারিয়েছে। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এক দিনের ব্যবধানে ইনস্টাগ্রাম অনুসারীও হারিয়েছে ৪ লাখের বেশি। মুম্বাইয়ের স্বীকৃত টুইটার পেজে গিয়ে দেখা গেছে, তাদের বর্তমান অনুসারীর সংখ্যা ৮২ লাখ। গতকাল রোহিতকে সরিয়ে পান্ডিয়াকে অধিনায়ক ঘোষণা করার আগে যা ছিল ৮৬ লাখ। ইনস্টাগ্রামে কাল দুপুরেও অনুসারী সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩২ লাখ। এখন কমে গিয়ে ১ কোটি ২৮ লাখ। ফেসবুকেও অনুসারীর সংখ্যা কমার কথা। তবে সংখ্যাটা নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ইতিহাসের সফলতম অধিনায়ক ছিলেন রোহিত। দলটিকে ১১ মৌসুমে নেতৃত্ব দিয়ে পাঁচটি আইপিএল ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টির শিরোপা এনে দিয়েছেন তিনি। ২০১০ সালে বিলুপ্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি ডেকান চার্জারস ছেড়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে যোগ দেন। তখন থেকে মুম্বাইয়ের সঙ্গেই আছেন। দলটির নেতৃত্ব পান আরও তিন মৌসুম পর ২০১৩ সালে। ব্যর্থতার দায়ে অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি অধিনায়ক রিকি পন্টিং সরে দাঁড়ালে তাঁর জায়গা নেন রোহিত। অধিনায়কত্বের অভিষেক মৌসুমেই মুম্বাইকে আইপিএলের প্রথম শিরোপা এনে দেন। একই বছর তাঁর নেতৃত্বে দলটি চ্যাম্পিয়নস লিগও জেতে। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের অধিনায়ক হিসেবে জেতা পাঁচ আইপিএল ট্রফির সঙ্গে রোহিত শর্মা মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের অধিনায়ক হিসেবে জেতা পাঁচ আইপিএল ট্রফির সঙ্গে রোহিত শর্মাটুইটার রোহিতের জন্ম ভারতের মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। আর মুম্বাই মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী। রোহিতকে তাই ঘরের ছেলে মনে করে মুম্বাই ইন্ডিয়ানের সমর্থকেরা। তাঁর জায়গায় হঠাৎ গুজরাটের ছেলে পান্ডিয়াকে অধিনায়কত্ব দেওয়ায় ব্যাপারটা মুম্বাই সমর্থকদের কাছে 'ঘরের ছেলেকে পর করে দিয়ে বাইরের কাউকে আপন করে নেওয়ার মতো' লাগতে পারে। রাতারাতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুম্বাইয়ের অনুসারী কমার অন্যতম কারণ হতে পারে এটি। তা ছাড়া জনপ্রিয়তাও পান্ডিয়া এখনো রোহিতের ধারেকাছে যেতে পারেননি। টুইটারে রোহিতের অনুসারী সংখ্যা ২ কোটি ২৫ লাখ, পান্ডিয়ার এর অর্ধেকও নয়–৯৮ লাখ। রোহিতের নেতৃত্বগুণও আলাদা করে চোখে লেগে থাকার মতো। বিশেষ করে তাঁর নেতৃত্বে সর্বশেষ বিশ্বকাপে ভারত যেভাবে খেলেছে, তিনি নিজেও প্রায় প্রতি ম্যাচেই দলকে যে ঝোড়ো শুরু এনে দিয়েছেন, তা বিশ্বজুড়ে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে।
টুইটারে ১ ঘণ্টায় ৪ লাখ অনুসারী হারিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস
টুইটারে ১ ঘণ্টায় ৪ লাখ অনুসারী হারিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস
এক ক্রিকেটপ্রেমী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুম্বাইয়ের অনুসারী কমে যাওয়ার প্রমাণস্বরূপ স্ক্রিনশট পোস্ট করে লিখেছেন, '১ ঘণ্টায় ৪ লাখ (টুইটার) অনুসারী হারিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। এটাই অধিনায়ক রোহিত শর্মার শক্তি।' রোহিত নিজ থেকেই মুম্বাইয়ের নেতৃত্ব ছেড়েছেন নাকি তাঁকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, সেটা পরিষ্কার করেনি মুম্বাই। নতুন অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়ার নাম ঘোষণা করতে গিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির গ্লোবাল হেড অব পারফরম্যান্স মাহেলা জয়াবর্ধনে কাল যে কথাগুলো বলেছেন, তাতে বোঝা গেছে ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে চলে আসা ৩৬ বছর বয়সী রোহিতের চেয়ে ৩০ বছর বয়সী পান্ডিয়াকেই বর্তমান প্রেক্ষাপটে যোগ্য মনে হয়েছে তাঁদের, 'এটা উত্তরাধিকার তৈরি এবং মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ভবিষ্যৎ-প্রস্তুতির যে দর্শন, সেটিরই অংশ।' দীর্ঘ দিন ধরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে রোহিতের দূরে থাকাও তাঁকে মুম্বাইয়ের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার একটা কারণ হতে পারে। গত বছর অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে ভারত ছিটকে পড়ার পর দেশের হয়ে এই সংস্করণে আর খেলেননি রোহিত। তাঁর অনুপস্থিতিতে বেশির ভাগ সময় পান্ডিয়াই জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বেশ সফলও হয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, রোহিত ভারতের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিলে স্থায়ীভাবে নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হবে পান্ডিয়ার কাঁধে।
মুম্বাই সর্বশেষ আইপিএল জিতেছিল ২০২০ সালে। রোহিতের নেতৃত্বে সর্বশেষ তিন মৌসুমে একবারও ফাইনালে উঠতে পারেনি। এর মধ্যে দুবার বিদায় নিয়েছে লিগ পর্ব থেকে। একবার তো পয়েন্ট তালিকার তলানিতেও ছিল। বিপরীতে পান্ডিয়ার নেতৃত্বে গত বছর চ্যাম্পিয়ন হয় নবাগত গুজরাট টাইটানস। এ বছর শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে প্রায় সফল হয়েছিল। তবে রোমাঞ্চকর ফাইনালের শেষ ২ বলে প্রয়োজনীয় ১০ রান তুলে গুজরাটকে হতাশ করেন চেন্নাই সুপার কিংসের রবীন্দ্র জাদেজা।

টেস্টে শামি এবং ওয়ানডেতে চাহারকে পাচ্ছে না ভারত

আপনজন ডেস্ক: অ্যাঙ্কেলে চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলা হচ্ছে না মোহাম্মদ শামির। সর্বশেষ বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি শামি অবশ্য গতকাল জোহানেসবার্গের পথে রওনা হওয়া ভারতের দলটির সদস্য ছিলেন না। ৩৩ বছর বয়সী পেসার এখন বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির (এনসিএ) অধীনে আছেন।
'চিকিৎসাজনিত পারিবারিক জরুরি কারণে' দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে সিরিজে আরেক পেসার দীপক চাহারকে পাচ্ছে না ভারত।
আগামীকাল থেকে শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। টেস্ট সিরিজ শুরু ২৬ ডিসেম্বর।
গত মাসে টেস্ট স্কোয়াড ঘোষণার সময় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) জানিয়েছিল, শামি চিকিৎসাধীন আছেন এবং তাঁর দলে অন্তর্ভুক্তি ফিটনেসের ওপর নির্ভর করছে। আজ বিসিসিআই এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, শামিকে ছাড়পত্র দেয়নি বোর্ডের চিকিৎসক দল। সে জন্য তাঁকে টেস্ট স্কোয়াড থেকেও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
শামি সর্বশেষ টেস্ট খেলেছেন গত জুনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে তাঁকে বিশ্রামে রাখা হয়। কারণ, সাদা বলের সংস্করণে ভারতের খেলা ছিল সামনে, যা শেষ হয় বিশ্বকাপের মধ্য দিয়ে। ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচে ২৪ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হন শামি। তবে ভারত বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যায়।
বিসিসিআই নির্বাচকেরা শামির বদলি হিসেবে এখনো কারও নাম ঘোষণা করেননি।
দক্ষিণ আফ্রিকায় গত সপ্তাহে শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলেননি দীপক চাহার। গত মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছিলেন চাহার। কিন্তু এক ম্যাচ খেলেই ব্যক্তিগত কারণে পরিবারের কাছে ফিরে যান। ভারতের হয়ে এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী দলের সদস্য আকাশ দীপকে টি-টোয়েন্টি দলে ডাকা হয়েছে।
এদিকে শ্রেয়াস আইয়ার আগামীকাল জোহানেসবার্গে প্রথম ওয়ানডে খেলেই টেস্টের প্রস্তুতি নিতে শুরু করবেন। তাই শেষ দুই ওয়ানডে খেলবেন না। গত মার্চে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বশেষ টেস্ট খেলেছিলেন আইয়ার। এরপর পিঠের চোটে পড়েন। সম্ভবত মিডল অর্ডারে অজিঙ্কা রাহানের জায়গা নেবেন আইয়ার।
দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের ওয়ানডে দলের কোচের দায়িত্বে থাকবেন সৌরাষ্ট্রের সাবেক অধিনায়ক শীতাংশু কোটাক। প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড় এই ফাঁকে টেস্ট দলকে প্রস্তুত করবেন।

'দ্বিতীয় আইপিএল' নিয়ে আসছে সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে নিজদের অবস্থান শক্ত করতে ফুটবল, গলফ, বক্সিং, রেসিংসহ আরও অনেক খেলায় অঢেল অর্থ ঢালতে শুরু করেছে সৌদি আরব। এবার দেশটির সার্বভৌম সম্পদ তহবিল 'পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড' (পিআইএফ) ভারতে 'দ্বিতীয় আইপিএল' আয়োজনের পরিকল্পনা করছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আইপিএলকে ছাড়িয়ে এটাই হবে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন এ সংক্রান্ত এক বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
মেইল অনলাইন জানিয়েছে, প্রতিবছরের শরৎকালে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) নতুন লিগ আয়োজন করতে চায় সৌদি আরব। এটি হতে পারে টি-টেন সংস্করণের। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিসিআই) অনেক দিন ধরে আরেকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিযোগিতা চালুর বিষয়টি বিবেচনা করে আসছে। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে গেলে তা আইসিসি তথা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে আসতে পারে। আইসিসি তাদের সর্বশেষ তিনটি ছেলেদের টুর্নামেন্ট (২০২১ ও ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ) অক্টোবর-নভেম্বরে আয়োজন করেছে। আগামী বছর থেকে ওই সময়ে নতুন লিগ আয়োজন করা হলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সময় আরও সংকুচিত হয়ে আসবে। এর আগে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রতিবছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ফুটবলে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের আদলে চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টি আয়োজন করা হয়েছিল। এটি বিসিসিআই, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) ও ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার (সিএসএ) যৌথ মালিকানাধীন ছিল। কিন্তু মাঠে দর্শক টানতে ব্যর্থ হওয়া ও পৃষ্ঠপোষকতায় অস্থিতিশীলতার কারণে আসরটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।
ভারতের অর্থবিষয়ক সংবাদমাধ্যম মানি কন্ট্রোল সম্প্রতি জানিয়েছে, আগামী বছর থেকে একটি টি-টেন ক্রিকেট লিগ চালু করার কথা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে বিসিসিআই। প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত আছেন—এমন একজন জানিয়েছেন, বিসিসিআই সচিব জয় শাহ প্রস্তাবিত লিগটি নিয়ে অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করছেন। সম্ভাব্য পৃষ্ঠপোষকেরা প্রস্তাবিত লিগ নিয়ে ইতিবাচক সাড়াও দিয়েছেন। আগামী বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে লিগ আয়োজনের জন্য সম্ভাব্য সময়ও নাকি খুঁজে পাওয়া গেছে।
এই সংবাদ দেখার পরই মেইল অনলাইনের ক্রীড়া বিভাগ অংশীদারের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে। খুব দ্রুতই তারা জানতে পারে, ভারতের নতুন টি-টেন লিগের অংশীদার আর কেউ নয়, সৌদির পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড। প্রস্তাবিত লিগটি নিয়ে অংশীদারদের সঙ্গে গত মাসে বিশ্বকাপ চলাকালেই আলোচনা এগিয়ে নিয়েছে বিসিসিআই। গত এপ্রিলে অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ডও জানিয়েছিল, সৌদি সরকারের প্রতিনিধিদল নতুন লিগ আয়োজনের ব্যাপারে আইপিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। তবে সে সময় বিসিসিআইয়ের পরামর্শ নিয়ে আরব্য উপসাগরীয় অঞ্চলে সৌদি নিজেরাই বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট লিগ আয়োজন করতে চেয়েছিল। যেটা তারা গলফের ক্ষেত্রেও করেছে। সম্প্রচার মানের দিক থেকে এই মুহূর্তে বিশ্বের দ্বিতীয় লাভজনক ক্রীড়া লিগ আইপিএল
সম্প্রচার মানের দিক থেকে এই মুহূর্তে বিশ্বের দ্বিতীয় লাভজনক ক্রীড়া লিগ আইপিএলবিসিসিআই পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডেরই অর্থায়নে পেশাদার গলফের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট পিজিএ ট্যুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এলআইভি গলফ ট্যুর চালু করেছে সৌদি আরব, যা গলফ বিশ্বকেই দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু ক্রিকেটের ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে না। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে সৌদির প্রতিনিধিদলের আলোচনা ফলপ্রসূ হওয়ায় তারা একত্রে কাজ করতে রাজি হয়েছে। সম্প্রচার মানের দিক থেকে এই মুহূর্তে বিশ্বের দ্বিতীয় লাভজনক ক্রীড়া লিগ আইপিএল। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ফুটবল লিগের (এনএফএল) পরেই আইপিএলের অবস্থান। ভারতের প্রস্তাবিত নতুন লিগে সৌদি বিনিয়োগ করলে একসময় তা এনএফএলকেও ছাড়িয়ে যতে পারে। কারণ, এর সঙ্গে দর্শকের সম্পৃক্ততা আছে। ওয়াল্ডোমিটার বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান জনসংখ্যা ৩৪ কোটি আর ভারতের ১৪৩ কোটি। বিনিয়োগ বাড়লে জনসংখ্যা বিবেচনায় স্বাভাবিকভাবেই ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পেরে ওঠার কথা নয়। সৌদির অর্থায়নে ভারতের নতুন লিগটা যে টি-টেন সংস্করণে হতে চলেছে, সেটা একরকম নিশ্চিত। বিসিসিআই যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, এর একটি হলো খেলোয়াড়দের বয়সসীমা। নতুন লিগ যাতে আইপিএলে কোনো প্রভাব না ফেলে, সে জন্য শুধু অনূর্ধ্ব-২৩ ক্রিকেটারদের খেলার অনুমতি দিতে চায় বিসিসিআই। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ তারকাও উঠে আসবে বলে বিশ্বাস তাদের।

২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনে আইসিসির সঙ্গে চুক্তি পিসিবির

আপনজ ডেস্ক: দুবাইয়ে গতকাল আইসিসির সঙ্গে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের স্বত্ব চুক্তি করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এক বিবৃতিতে খবরটি নিশ্চিত করেছে পিসিবি। আইসিসির সদর দপ্তরে সংস্থাটির প্রধান আইন উপদেষ্টা জোনাথন হলের সঙ্গে পিসিবি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে এই চুক্তি করেন জাকা আশরাফ।
গত সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে পাকিস্তান আয়োজক হলেও ভারতের চাপাচাপিতে শ্রীলঙ্কাতেও কিছু ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারত পাকিস্তানে গিয়ে খেলতে অস্বীকৃতি জানানোয় প্রথমবার হাইব্রিড মডেলে এশিয়া কাপ আয়োজন করা হয়। সে কারণে পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের স্বত্ব পাবে কি না, এ নিয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু পিসিবি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের চুক্তি করার পর নিশ্চিত হলো, এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের স্বত্ব পাকিস্তানের কাছেই থাকছে। পিসিবির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আইসিসির সদর দপ্তরে সংস্থাটির প্রধান আইন উপদেষ্টা জোনাথন হলের সঙ্গে বসে আয়োজনের স্বত্ব চুক্তি করেছেন পিসিবি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অংশ নিতে চলা আন্তর্জাতিক দলগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতের ব্যাপারটি আগেই সরকারকে জানিয়েছে পিসিবি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**